খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বাংলা নববর্ষ

- পহেলা বৈশাখ মানে ব্যবসায়ীদের হালখাতা
- বাঙালির ব্যবসা বাণিজ্য
- নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে কারা ? মানুষ না রোবট
- বাংলার মিস্টি

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

ইংলিশ, বাংলা ও হিন্দি তিনটি ভাষায় শিক্ষা নেওয়া যাবে।

থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সামনেই রয়েছে।

এই পার্লারের জন্য বিউটিফিকেশনের ভালো সব কাজ জানা মহিলা চাই।

যোগাযোগ ঃ **8509829606**

UTTOR KANYA GOURI CHOUDHURY.
PANCHAYET ROAD
SIVMANDIR BIVEKANANDO SARANI. KADAMTALA, DARJEELING.

LABANNYA EDUCATION

FULL COURSE
BEAUTY TRAINING
GOVT. REGD
HD MAKEUP &
NON HD MAKEUP COURSE
MOB.
8509829606/6296246259

LABANNYA BEAUTIFICATION PARLOUR.

SIVMANDIR. PANCHAYET ROAD.
VIBEKANANDO SARANI. 8509829606 .
GOVERNMENT REGISTRATION.
FULL COURSE---3 MONTHS.
ENGLISH, HINDI, BENGALI VERSION.
FOODING AND LODGING HERE.

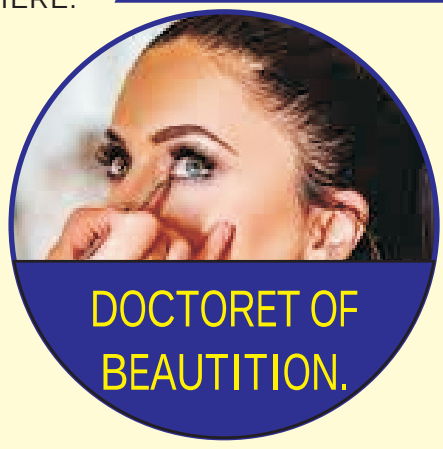

DOCTORET OF BEAUTITION.

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন

Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

KAMTI HEALTHCARE
& DIAGNOSTICS
MULTISPECIALITY POLYCLINIC & DIAGNOSTICS CENTER
WWW.KAMTIHEALTHCARE.COM
DOCTOR'S OPD ✓
BLOOD TEST ✓
X-RAY, USG, ECG ✓
HOME BLOOD COLECTI ✓
PHARMACY ✓
GENERAL CHECKUP ✓
MEDICAL DIAGNOSTIC ✓
+91-91 34 34 34 04 +91-7076 90 90 00
4TH FLOOR, HOMELAND BUSINESS CENTER, 3RD MILE SEVOKE ROAD, NEAR VEGA CIRCLE MALL, OPPOSITE MAHINDRA SHOWROOM, SILIGURI

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-9
1st April-30th April 2024 BENGALI NEW YEAR
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৯ নববর্ষ দিবস ১লা বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
মার্চ ২০২৪ নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....০৩
নববর্ষে আবারও আমরা শপথ নিই.....পূজা মোক্তার.....২০
নববর্ষ উপলক্ষে কিছু কথা.....অনিল সাহা.....২১
নতুন সূর্য আলো দাও.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী.....২২
আমাদের বর্ষবরণ.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....২২
বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডার.....প্রতাপ কর্মকার.....২৩
আমার নাম নব, নববর্ষেই আমার জন্ম.....নবকুমার বসাক.....২৩
বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখুন, ক্যালেন্ডার তৈরি করুন..সুজিত ঘোষ.....২৪
পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরে পা দিতে চলেছি...শিবেশ ভৌমিক....২৫
সকলকে শুভ নববর্ষ.....বিপ্লব রায় মুহুরী.....২৬
দোকানে দোকানে হালখাতা হতো.....মৃনাল পাল.....২৬

ঃঃ কবিতা ঃঃ

নববর্ষে সে ছড়ায় রঙ.....গোপা দাস.....০৪
নববর্ষের শুভেচ্ছা.....মুকুল দাস.....০৪
নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে কারা ? মানুষ না রোবট.....নির্মলেন্দু দাস.....০৫
বাংলার মিস্টি.....কবিতা বনিক.....০৬
পয়লা বৈশাখ.....অর্চনা মিত্র.....০৬
বসন্ত উদাসীন.....অশোক পাল.....০৭
নববর্ষ.....তন্ময় ঘোষ.....০৭
ভালোবাসার নাবিক.....অশোক পাল.....০৮
বৈশাখ.....রিয়া মুখার্জী.....০৮
বসন্তের পরেই আগমনী বৈশাখ.....গৌরী চৌধুরী.....০৯
এসেছে বৈশাখ.....ধনঞ্জয় পাল.....০৯
কালবৈশাখী.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....২৪
পহেলা বৈশাখের পরম্পরা বজায় রাখতে হবে....নির্মল কুমার পাল.....২৯
দুঃস্থ অনাথ শিশুদের পাশে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল..পুষ্পজিৎ সরকার..৩০
নববর্ষে রসগোল্লা আর বাংলা ক্যালেন্ডার...সুজিত ঘোষ.....৩০
বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ..সজল কুমার গুহ..৩২

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

কিভাবে নতুন প্রজন্মের বাঙালি ছেলেমেয়েরা শিল্প বাণিজ্যে ঘুরে দাঁড়াবে.....১১
পহেলা বৈশাখ সামনে, কেনাকাটার ভিড় উপচে পড়ছে এই বুটিকে, রয়েছে কিছু ছাড়ও..১৩
কে বলে বাঙালি ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প জানে না ? ইতিবাচক ভাবনায়
বাংলার অন্যতম সেরা শিল্পপতি.....১৫
সংবর্ধনা পলিসি টাইমসের বিশিষ্ট সাংবাদিক.....১৭
চিকিৎসা উপকরণ তৈরির নতুন ইতিহাস তৈরী হচ্ছে উত্তরবঙ্গে, ফুলবাড়িতে
উদ্বোধন হচ্ছে যুগান্তকারী এক মেডিক্যাল উপকরণের মল.....১৮
একসময় মা ঘুঁটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। এখন পুত্র বড় বড়
নার্সিং হোম ও মেডিকেল কলেজ তৈরি করছেন.....১৯
পহেলা বৈশাখ মানে ব্যবসায়ীদের হালখাতা কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের
মন ভালো নেই, ব্যবসা মৃতপ্রায়.....২৭
শিলিগুড়ি চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন অধ্যায় শুরু করার প্রয়াস,
বিশ্ব বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ শিলিগুড়িতে.....৩১
শিক্ষককে সংবর্ধনা.....৩২

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

"ভীষণ, তোমার
প্রলয়সাধন প্রাণের
বাঁধন যত যেন হানবে
অবহেলে। হঠাৎ
তোমার কণ্ঠে এ যে
আশার ভাষা উঠল
বেজে, দিলে তরুণ
শ্যামল রুপে করুণ
সুধা ঢেলে।।--
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

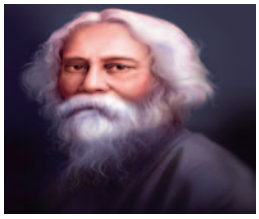

সম্পাদকীয়

পহেলা বৈশাখের ভাবনা

আবার চলে চলো ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। বাংলার নিজস্ব একটি নতুন বছর। এই নতুন বছরের ভাবনায় কতগুলো কথা লিখছি। কেউ শুনবেন বা পড়বেন কিনা জানি না। তবুও চিৎকার করেই বলতে চাই, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি কিন্তু মৃত্যুর পথে। কেউ শুনুন আর না শুনুক, আমরা কিন্তু চিৎকার করেই যাবো। ইংরেজি সংস্কৃতির দাপাদাপি আমাদের নতুন প্রজন্মকে সর্বনাশকে করে ছাড়ছে। আপনার বাবা, তার বাবা মানে যা আপনার পরম্পরা তা কিন্তু আর বয়ে বেড়াতে পারবে না আপনার ছেলেমেয়ে? আপনি কি চান না আপনার বাবা, আপনার দাদু ঠাকুরদার নাম মনে রাখুক আপনার ছেলেমেয়ে? তা বলে আমরা এটা বলছি না যে, ইংরেজি শিখবে না ছেলেমেয়েরা। ইংরেজি শিখুক তারা, আধুনিক ধ্যানধারনা. বিজ্ঞান তাদের মনে অবশ্যই থাকুক। কিন্তু নিজস্বতাকে ভুলে গিয়ে নয়। আপনি কি চান ইংরেজি সংস্কৃতির দাপাদাপি গ্রহন করে আপনার ছেলেমেয়ে আগামী দিনে উলঙ্গ অবস্থায় রিল তৈরি করতে থাকুক? ইংরেজি সংস্কৃতি কিন্তু চাইছে আপনি আপনার পরম্পরা ভুলে উলঙ্গতার নেশায় ডুবে থাকুক? ইংরেজি সংস্কৃতি চাইছে আপনি বাংলাটা একেবারে ভুলে যান। ইংরেজি সংস্কৃতি চাইছে আপনি ভুলে যান বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ইংরেজি সংস্কৃতি চাইছে আপনি ভুলে যান নেতাজি, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, নজরুল সহ বাংলার সব ধন্য মহাপুরুষদের দেখানো আলোর পথকে । আপনার ছেলেমেয়েতো ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে। পড়ুক, ইংরেজি শিখুক। বেশ ভালো। কিন্তু আপনার ছেলেমেয়ে ইংরেজি সংস্কৃতিটাও গ্রহন করে যে ডুবে থাকছে সোস্যাল মিডিয়ায়। এইসব সোস্যাল মিডিয়ার বেশিরভাগ পরিচালিত হচ্ছে বিদেশ থেকে। এইসব সোস্যাল মিডিয়া আপনার ছেলেমেয়ের মেধা গ্রহন করছে কিন্তু বিনিময়ে সুচতুরভাবে আপনার ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে ভোগের সংস্কৃতি। তার সঙ্গে সবতো রোবট বা এ আই পরিচালিত হচ্ছে। এখন ফেসবুকের রোবট বা এ আইকে যদি নৈতিক শিক্ষা শিখিয়ে দেওয়া হয়, যদি ফেসবুকের এ আইকে ইতিবাচক ভাবনার পোস্টকে রিকমেন্ড করার কাজকে শিখিয়ে দেওয়া হয় তবে সমাজের ভালো হবে। নতুন প্রজন্মের পক্ষে তা ভালো হবে। কিন্তু এ আইতো শুধু উলঙ্গ ভিডিও পাচ্ছে, এ আইতো শুধু নেতিবাচক মনোভাবের বার্তা পাচ্ছে। ফলে সে আর সমাজের জন্য শুভ বার্তা বহনকারী পোস্টকে উৎসাহিত করছে না। ফেসবুকের এ আইকেতো আর বাংলার সংস্কৃতি কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না। ফলে সে আর বাংলার ছেলেমেয়েদের বাংলার মনিষীদের মহান আদর্শকে উৎসাহিত করবে না। তাই এখনই গণজাগরন না হলে কিন্তু বিপদ আসছে। আপনার রক্ত আপনার ছেলেমেয়ে বহন করে নিয়ে যাবে তো? নাকি রক্ত এমনকি জিনটাও বদলে ফেলবে?

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--১৪)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁ লগে হুয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী । শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হোয় যায়গা।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

বাঙ্গালী টোলা ও মেনাকচকে অনেক বাড়িই অবাঙ্গালীরা কিনে নিয়েছে। ফলে বাঙ্গাল সংস্কৃতি আর আগের মতো নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে শহরে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। হোলি বা দোল উৎসব একেবারে পাল্টে গেছে, নেশা-ভাঙ্গ এবং একেবারে পাল্টে গেছে নেশা-ভাঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্গোৎসবটা এখনো বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে চলছে। বিশেষ করে কালী বাড়ি ও দুর্গাস্থানে পুজো দুটিতে কোনো ছাপ পড়েনি। পুরনো ঐতিহ্য বজায় আছে।

সোনাদাদু দিদা ও মৌসাজী চলে যাওয়ার পর থেকেই ওনার ব্যবসা এবং সম্পত্তি গুটোতে আরম্ভ করেছিলেন। সিল্কের ব্যবসা আগেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং স্থির করলেন রঙের ব্যবসাও বিক্রি করে দেবেন। বিরাট ব্যবসা নিজের প্রপার্টি। ওনার ডান হাত দাদুর সবচাইতে কাছের বিশ্বস্ত মানুষ সৈয়দ এনামূল--দাদু কেরামুতুল্লা বলতেন। এত এফিসিয়েন্ট ও সৎ বড় একটা দেখা যায় না। সবাই ছোটে মালিক বলতেন। দাদুকে বড়দা এবং তুমি সম্বোধন করতেন। একদিন দাদু ডেকে বললেন, দ্যাখ তোকেতো বলেইছি যতদিন কবিতারা এখানে থাকবে আমাকেও থাকতে হবে, ওর জামাই কলকাতার দিকে চাকুরির চেষ্টা করছে। তবে আমার মনে হয় না অন্য রাজ্যে বদলি হবে, দেখা যাক কি হয়। শোন আমি ঠিক করেছি এই রঙ্গের ব্যবসাটাও ছেড়ে দেবো। আমার ইচ্ছে তুই এটা নিয়ে নে, শুধু স্টকের দামটা আস্তে আস্তে দিয়ে দিস। তোকে নগদ কিছু দিতে হবে না--ব্যবসা থেকে দিয়ে দিস। উত্তরে কেরামতুল্লা বললো, বড়দা , আমি এখানে রয়েছি শুধু তোমার জন্য। আমার দুই ছেলে বিদেশে, বাকি যারা ছিল সবাই নিজের নিজের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। শুধু তোমার ছোট বেগম (দাদু এনামূল দাদুর বৌকে এইভাবে সম্বোধন করতেন) ও আমি আছি। বড়দা আমরা এখানে দুই ভাবে সংখ্যালঘু--প্রথমে আমি বাঙ্গালী পরে মুসলিম, দুটো দিক দিয়েই ব্রাত্য। ঠিক আছে দাম ঠিক করি, আগরওয়ালতো মুখিয়েই রয়েছে। তবে আমার শর্ত আছে পুরনো কর্মচারিদের ছাড়াতে পারবে না। যদি কেউ নিজে থেকে চলে যায় সেটা আলাদা কথা। (ক্রমশ)

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

নববর্ষে সে ছড়ায় রং

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এই বিশ্বে কৃষ্ণ কালোর পাশে শুধু আলো।
তাই পৃথিবী কখনো করে না মুখ কালো।
এমন সুখবিলাস ভূমিতে এসেছি আমি,
পেয়েছি তোমাকে, পাশে আছো তুমি।
তাই কৃষ্ণ আমার সাধনা জগতের করুনা
নতুন অথবা পুরাতন সে কখনো হয় না।
এই নববর্ষে সে ছড়ায় রং,
খুশির আকাশে থাকে নানা ঢং।
অশুভর মাঝে শুভকে চেনায় সে,
মন দিয়ে চিনে নেওয়া, চেনায় প্রভুকে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুকুল দাস
বয়স -৯৯, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

নববর্ষ-- এলো দিন যায় পুব থেকে পশ্চিমে।
সকাল সন্ধ্যা পাক খায় সময়কে সঙ্গে নিয়ে ।
সুপ্রভাত বলি রোজ,
কাল বলেছি শুভ নববর্ষ।
শুভেচ্ছা ছড়াছড়ি চারিদিকে
আমার ভান্ডার বুড়ো হয়েছে,
কতটুকু আছে শুভেচ্ছা ওখানে জানা নেই
আমার।
তথাপি যতটুকু আছে দিলাম বিলায়ে,
ভালো থাকো সবাই তোমরা দেশে-বিদেশে।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020
'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো
ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।
আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।
যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581
Siliguri End Smile Social Welfare Society
SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে কারা ? মানুষ না রোবট ?

নির্মলেন্দু দাস (কবি চন্দ্রচূড়)

যা হবার হয়েছে।
সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে নবীন বলে
কিছু থাকছে না।
সবার বয়স হয়েছে, যে শিশু ছিল তার চুল
পেকেছে সবাই পুরনো হয়েছে।
লণ্ঠন থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয় না।
বিদ্যুতের আলো পছন্দ নয়,
বিনা তারে আলো জ্বলবে সর্বত্র।
যেমন সূর্য আলো দিয়ে যায়।
দেহের জৌলুস কমেছে জীবের। ভাবনায়
রঙ্গিন স্বপ্ন জ্বল জ্বল করছে বিজ্ঞানে।
বহু রং ছড়িয়ে যা ইচ্ছার রোবট এসেছে
অনেক গবেষণার পর।
মানুষের স্বাধীনতাকে ভাসিয়ে দেবার
অঙ্গীকার নিয়ে নতুন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে
রোবট।
এখানে পুরাতনরা বিদায় নিয়েছে এবং নিচ্ছে।
নতুন করে যাত্রা শুরুর চেষ্টা অন্য গ্রহে
রোবটের।
রোবট সেখানে মেঘকে ডেকে বৃষ্টি ঝরাবে।
পাথরের মাটিতে ফসল ফলাবে।
বরফ গলা জলে ডিগবাজি খাবে।
পৃথিবী থেকে জীবের কোষগুলোকে নিয়ে
প্রাণ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর একটা পৃথিবী তৈরির
জন্য সচেষ্ট হচ্ছে।
সেখানে অমানবিক ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া
হবে না।
যন্ত্র এগুলোকে সহ্য করে না।
স্নেহ মায়া মমতা এগুলো ইট, বালি,
সিমেন্টের মতো মিশ্রণের নমুনা।
রোবট ঝেড়ে মুছে এসবকে বিদায় জানাবে।
ওখানে ওই গ্রহে কবে যে বছর শুরু হয়েছিল
কেউ জানে না,
রোবট বছর শুরু করবার অপেক্ষায়,
গ্রহগুলো দিন গুনছে।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবী থেকে আসা কৃত্রিম
উপগ্রহের দিকে।
মানুষেরা ক্যাপসুল পকেটে থাকবে।
রোবট পরিচালনা করবে নিজের মতো করে।
ওদের পুরাতন হতে শতাব্দী পার হয়ে যাবে।
নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে কারা ?
মানুষ না রোবট ?

With Best Compliments From :-
CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

বাংলার মিষ্টি

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

নুতন বছর নুতন দিনে বাংলার কোণে কোণে
জানব এবার, কোন মিষ্টি কোথা থেকে জিভে জল
টেনে আনে।
শিলিগুড়ির ক্ষীরের সিঙারা, লালবাগের ঐ ছানাবড়া
জয়নগরের মোয়া, সিউরির মোরব্বা ,জনাইয়ের
মনোহরা।
কতনা রকম সন্দেশ এই বাংলায়
মেচা, গুপো, মাখা আর জলভরায়
অতুলন স্বাদে, তৃপ্তি আনে রসনায়।
ক্ষীরপাই এর বাবরশা, বর্ধমানের সীতাভোগ,
বিষ্ণপুর এর লাড্ডু, হুগলির সাদা বোঁদে,
নবদ্বীপ এর ক্ষীর দই,মন বলে আরো খাই।
কাটোয়ার ছানার জিলিপি, ভীমনাগ এর লেডিকেনি-
মন বলে এর স্বাদ খুব ভাল জানি।।
বেলকোপা গেলে ইয়াবড় চমচম,
ফুলবাড়ির পান্তুয়া যেন অমৃতম।।
আরো কত মিষ্টি আছে এই বাংলার
উত্তরে, দক্ষিনে, পূর্বে ও পশ্চিমে
জিভে জল আনবেই যে কোন হ্যাংলার।।

পয়লা বৈশাখ

অর্চনা মিত্র
(কবি, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

ভোরের আকাশ বলছে আজ পহেলা
বৈশাখ সব জাতি মিলে মিশে গাইবো রবীন্দ্র
সঙ্গীত এসো হে বৈশাখ এসো হে মঙ্গলময়
বর্ষবরনের যাত্রার জয় গান।
মুছে যাক সব পুরাতন গ্লানি জেগে উঠুক
বাউলের একতারার গান নতুন সুরে নতুন
ভোরে প্রভাত ফেরি পথে পথে আলপনার
চিত্রপট অপূর্ব সভা,
নববর্ষের খুশির মাস কবি গুরুর জন্ম মাস
জয়ধ্বনি চির সুন্দর তুমি কবি বাঙালির
ঘরে ঘরে চির স্মরণীয় রবি পুরনো যত কষ্ট
করে দাও সব নষ্ট।
রবির আলো প্রভাতে স্মরণ করে বাংলার
শুভ নববর্ষ মঙ্গল ঘট যাত্রা শুরু তুমি রবে
নীরবে হৃদয়ে মাঝে তুমি চির নতুন চির
যৌবন বাঙালির পয়লা বৈশাখে রবির
কিরন।

বসন্ত উদাসীন

কলমে অশোক পাল

(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

নিঃসঙ্গ !বড় একা হয়ে হয়ে যাব একদিন
প্রকৃতি জানান দিচ্ছে প্রতিদিন
দিন কয়েক পরই চৈত্র হাজির হবে
ফাল্গুনের শেষ প্রহরেও
বসন্ত দূতের কোনো সাড়াশব্দ নেই
শীত যাই যাই করে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে
এখনও দখিনা বাতাস এলোমেলো
সকাল সন্ধ্যায় উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে
অথচ বসন্ত উৎসব অপেক্ষায়
প্রকৃতির রঙ যেন বড্ড ফিকে!
পরিমন্ডল ধ্বংস করে রঙের খেলায়
মাতোয়ারা এ সময়
নীরবে সহ্য করছে
প্রকৃতি যেদিন প্রত্যাঘাত করবে
সব রঙ খাক হয়ে যাবে!
প্রকৃতি যেমন একদিকে সোহাগী
বেলাগাম সহনশীল
আবার সে ক্রোধীও--
শুধু নিজের একটা স্বপ্নের ঘর
কিম্বা ভালবাসার ঘর বানাতে গিয়ে
প্রকৃতি নিধন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে!
হে বসন্ত, গভীর ভালবাসার সম্পর্ক
রেখে যেও আগামীর জন্য---!

নববর্ষ

তন্ময় ঘোষ

(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

নববর্ষে
নতুন সাজে
এলে তুমি বৈশাখ,
আম্রমুকুল গাছের ডালে-ডালে,
আকাশে-বাতাসে বইছে আনন্দধারা,
নতুন আলো ধরাতলে।
নববর্ষে,
আনন্দ বাণী
ঝরছে আকাশ হতে,
গানে-গানে আজ বর্ষবরণ পুলকিত হরষে।।
নববর্ষে
নতুন পোশাক
পুরাতনকে পিছে ফেলে,
নতুন আশা, নতুন আনন্দে সবাই নাচের
তালে।।
নববর্ষে
দোকানগুলো আজ কেদারাতে হল মোরা,
বাজারে পথঘাট ফুলে-ফুলে ঘেরা।
নববর্ষে
দোকানি-ক্রেতায়
চলে মিষ্টির বুলি
ক্রেতার মুখেতে সাজে চন্দ্রের পুলি।
মিষ্টিতে মিহিদানা স্বাদে কিছু কম না,
আজ হালখাতা উৎসবে মিষ্টির বন্যা।
নববর্ষ
এস নব রুপে
শান্তি ফিরে আসুক
দূর হোক ব্যাধি-জ্বরা,
শত্রুতা ভুলে সবে বন্ধু হবে অমৃতে পূর্ণ হোক
ধরা।।

ভালোবাসার নাবিক!

কলমে অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

সেই শুরুর দিন থেকেই কেন যেন
মনের মাঝে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে
আসতো একবার দুবার নয় বহু বার
যে আমার জীবনে কোনদিন আসবেই না
তবুও কেন
তার জন্য ভালোবাসা জমিয়ে রাখা অভ্যাসে
পরিণত হয়েছে
আর সেই যন্ত্রণার ভার বহন করতে হয়
এ জীবন থেকে ছুটি নেবার শেষ পর্যন্ত!
কেন এমনটা হয়?
কেন বেরিয়ে আসা কষ্টকর?
কেন যত কান্না জমা হয়?
কেন বেহিসাবি এ যাপন?
অনেক প্রশ্ন উত্তর নেই
তাও অপেক্ষা!
যখন শরীর বলবান মনের বারন মানেনা
মন---
আর এখন শরীর অস্তগামী
মন চাইলেও শরীর অসাড়।
ভালোবাসার কাঙাল এই মন
অবিরাম ভালোবাসার শিকড় খুঁজে মরে!
আর ভালোবাসার নাবিক
প্রতিদিন অজানার পথে
পালতোলা নৌকা ভাসিয়ে দেয়---!

বৈশাখ

কলমে রিয়া মুখার্জী
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)

উত্তপ্ত বৈশাখের হাত থেকে
প্রকৃতি দেয় শীতলতা,
বনদেবীর বনলতায়
আছে অদ্ভূত স্নিগ্ধতা,
প্রকৃতির কোলে পেলে ঠাঁই
দুশ্চিন্তা ভুলে যাই,
পাহাড়ের এক অদ্ভূত কায়া,
কুয়াশায় ঢাকা এক প্রেয়সীর মায়া,
শহরের এই ভিড়ের মেলায়,
প্রকৃতি নিহত উন্নতির ঠেলায়,
বাঁচিয়ে রাখতে স্নিগ্ধতা,
উদ্ভিদ লাগাও মেনে নিয়ম বাধ্যতা,
গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও মেনে চলো নিয়ম,
দূষণ কমাও আবর্জনা কমাও
কমবে বিশ্ব উষ্ণায়ন,
প্রকৃতি আমাদের দিয়েই গেছে চায়নি ফেরত
কিছুই,
প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি আমরা শুধু মিছেই,
এইভাবে চলতে থাকলে থমকে যাবে সময়,
ঋতুতে থাকবে না নিয়ন্ত্রণ,
সবই তখন হবে অসময়,
পাখিরা গাইবে না গান
হবে না মধুর বৃষ্টি,
প্রকৃতিতো সুন্দরভাবে করেছে নিজেকে
সৃষ্টি,
তাকে ধ্বংস করে চলেছি
মৃত্যুর পথে,
আজও যদি বুঝতে না পারো তবে বুঝবে
তুমি কবে?
সময় থাকতে প্রকৃতিকে সাহায্য করো
পুরাতন রুপ অর্জন করতে।

বসন্তের পরেই আগমনী বৈশাখ

গদ্য কবিতা

সৃজনে উত্তর কন্যা গৌরী চৌধুরী

এতোদিন বসন্তের , রাধাচূড়া,
চারিদিকে লাল হলুদের প্রকৃতি কৃষ্ণচূড়া,
মনে হয় পৃথিবীটা রঙ্গিন হয়ে গেছে,
মানুষের মনেও রঙ্গিন বাসা বেঁধেছে।
বসন্ত যেতে না যেতেই চৈত্রের দাবদাহে,
হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে নিয়ে চাহে,
বৈশাখের পদ ধ্বনি ভেসে এসে বলে যায়,
কচিপাতা সখ্যে সখ্যে মুকুল ঝরে যায়।
সারাদিন শুনি বসে তান কোকিলের
কুহুকুহু,
মেঘমৃদঙ্গে বাজে তালে ছন্দে মেঘের
গুরুগুরু,
লুটায়ে পড়ে তৃণসম সবুজ শ্যামল
শীলাতটে,
তরলিত জোছনায় আলোকিত মধু মন্দ্রীর
ছায়ানটে।
আসিছে বৈশাখ সাজে নব নব পায়ে,
বেল ফুল,জুঁই ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে,
হয়েছে বৈশাখ সুগন্ধে প্রকৃতি মাতোয়ারা,
আকাশে বাতাসে চারিদিকে আনন্দের
ফোয়ারা।
পহেলা বৈশাখ দোকানে দোকানে গণেশ পূজা,
হালখাতা মেয়ে-বহুরা সব সাজা গোঁজা,
হৈ হৈ করে কতো শত নতুন আভরণে,
সকলে সকলের সাথে ব্যস্ত আনন্দ জাগরণে।।

এসেছে বৈশাখ

ধনঞ্জয় পাল
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

চৈত্র মাসের শেষে দেখো
এসেছে বৈশাখ মাস।
ঘুচবে এবার যতো অভাব
মিটবে মনের আশ।।
মাথার উপর সূর্যের দাপট
বাড়ছে ধীরে ধীরে।
হঠাৎ দেখি নীল আকাশে
মেঘ আসলো ঘিরে।।
ঘন ঘন আকাশ থেকে
পড়ছে ভীষণ বাজ--
কানেতে যে লাগলো তালা
শুনে মেঘের আওয়াজ।।
বৃষ্টির সাথে পড়ছে দেখো
ছোটো ছোটো শিল।
ভরে গেলো নদী নালা
যতো খাল বিল।।
বৃষ্টি শেষে আবার দেখো
ফুটলো রোদের আলো--
শস্য শ্যামলা হলো ভুবন
দেখে লাগছে ভীষণ ভালো।।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটর্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট

শিলিগুড়ি

কিভাবে নতুন প্রজন্মের বাঙালি ছেলেমেয়েরা শিল্প বাণিজ্যে ঘুরে দাঁড়াবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নিজের ব্যবসা বাণিজ্যকে দাঁড় করানোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মাটির সঙ্গে মিশে থাকুন, ডাউন টু দ্য আর্থ হয়ে থাকুন। একটু ভালো ব্যবসা হলে মানে আমি হনু হয়ে গিয়েছি এমন ভাবনা মনে আনবেন না। এই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশিষ্ট বাঙালি শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গোটা দেশ এবং বিদেশেও তাঁর এস আই সার্জিক্যাল এর ব্যবসা বিস্তৃত। চিকিৎসা উপকরন তৈরি করে এস আই সার্জিক্যাল। সেই এস আই সার্জিক্যাল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন সঞ্জয়বাবু। শীঘ্রই আফ্রিকার কেনিয়া এবং লন্ডনেও তিনি তাঁর ব্যবসার শাখা বিস্তৃত করছেন। এরকম একজন প্রতিভাবান শিল্প পতি সঞ্জয়বাবু কিন্তু নতুন প্রজন্মের বহু ছেলেমেয়ের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বা প্রেরনার উদাহরন। বহু কষ্ট লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে আজ একটি জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এরপরও কিন্তু তাঁর মধ্যে বিন্দু মাত্র অহঙ্কার নেই। যাকে বলে একেবারে মাটির মানুষ। কিন্তু বাঙালি শিল্প বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে কেন, এ প্রশ্নের জবাবে সঞ্জয়বাবু এই প্রতিবেদককে পাল্টা প্রশ্ন করেন, কে বলে বাঙালি শিল্প বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে? ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় ব্রিটিশের আগে এমনকি ব্রিটিশের সময়ও এই বাংলাই ছিলো ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসা বা শিল্প করার মতো মেধা এবং প্রতিভা বাঙালির মধ্যে রয়েছে। মাঝখানে বাঙালিরা একটু পিছিয়ে পড়েছে। তবে আবার কিন্তু বাঙালি শিল্প বাণিজ্যে ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করেছে। একজন বাঙালি শিল্প পতি বা বাঙালি ব্যবসায়ী আর একজন বাঙালি ব্যবসায়ীকে পিছন থেকে ঠেলে ওঠানোর চেষ্টা করছেন। এভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙালি কাজ করলে শিল্প বাণিজ্যে বাঙালি ঘুরে দাঁড়াবে বলেই বিশ্বাস করেন সঞ্জয়বাবু।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাঁরা শিল্প কারখানা খুলতে চান তাদের প্রতি সঞ্জয়বাবুর পরামর্শ, প্রথমতো নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কেও যদি একটু সফটওয়্যারের কাজ জানেন, কেও যদি একটু রুটি তৈরি করতে জানেন তবে সেখান থেকেই চেষ্টা করলে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। মনে সাহস রাখতে হবে। ব্যবসা বা শিল্প করার মনোভাব রাখতে হবে। মনে জেদ তৈরি করতে হবে আর সততা দরকার রয়েছে। এছাড়া দিনে ১৪ বা ১৫ ঘন্টা পরিশ্রম করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

চারদিকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি দূর হোক।
নববর্ষ নিয়ে আসুক আমাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য।

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি

পহেলা বৈশাখ সামনে, কেনাকাটার ভিড় উপচে পড়ছে এই বুটিকে, রয়েছে কিছু ছাড়ও

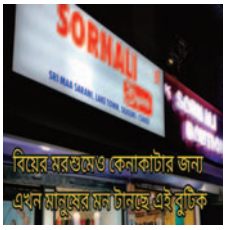

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১৪৩০ পেরিয়ে আমরা ১৪৩১ বঙ্গাব্দে পা রাখতে চলেছি। পহেলা বৈশাখ মানে বাঙালির জীবনে অন্যরকম এক উন্মাদনা। পহেলা বৈশাখ মানে বাঙালির ঘরে ঘরে নতুন বস্ত্র পড়া। পহেলা বৈশাখ মানে বাংলার জীবনে এক পরম্পরা। ব্যবসায়ীরা এসময় অনেকেই হালখাতা করেন। দোকানে নিষ্ঠার সঙ্গে গনেশ পুজো হয়। আর এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু ক্রেতা সাধারণ কিন্তু ভিড় করেন। সেই দিক থেকে কিন্তু শিলিগুড়ি লেকটাউনের ব্যতিক্রমী বস্ত্র প্রতিষ্ঠান স্বর্ণালি বুটিক নতুন ভাবনা নিয়ে তৈরি। সেখানে পয়লা এপ্রিল থেকেই কিন্তু বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে কুর্তি সহ বিভিন্ন শাড়ির ওপর। যে স্টক তাদের ছিলো সেই স্টকের ওপরই ক্লিয়ারেন্স সেল শুরু হয়েছে। এই সেল চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। বুটিকের প্রধান লাভলি দেব বলেন, ১৪ এপ্রিলের ওপরও পরিস্থিতির ওপর বিশেষ সেই ছাড় থাকতে পারে। স্টক ক্লিয়ারেন্সের এই বিক্রয়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। সিল্কের শাড়ি, ঢাকাই জামদানি সহ অন্যান্য শাড়ির ওপর বিশেষ ছাড় রয়েছে।

এরই সঙ্গে বিয়ের মরশুমও রয়েছে। পহেলা বৈশাখের কেনাকাটাই নয়, বিয়ের কেনাকাটার জন্যও অনেকে ভিড় করছেন স্বর্নালি বুটিকে। শিলিগুড়ির ক্রেতারা চাইলে হোম ডেলিভারি নিতে পারেন। শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রী মা সরনিতে অবস্থিত এই বুটিক ইতিমধ্যে ক্রেতা সাধারণের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং ইউনিক কালেকশনের জন্য। নতুন নতুন চিন্তাভাবনার সব বস্ত্র নিয়ে আসায় দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই বুটিক। শিলিগুড়ির বাইরে থেকেও বহু মানুষ অনলাইনে শাড়ি, কুর্তি বুকিং করছেন এই বুটিক থেকে। অন লাইনে বুকিং করার নম্বর ৭৯০৮৫৪৮৫৮৮ এবং যোগাযোগ নম্বর ৯৪৭৪৮৭৪৮৩০

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
निःस्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA
WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

কে বলে বাঙালি ব্যবসাবাণিজ্য বা শিল্প জানে না ? ইতিবাচক ভাবনায় বাংলার অন্যতম সেরা শিল্পপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে একসময় মানুষের রান্না ঘরে গ্যাসের পাইপ লাগাতেন। সংসারে ছিলো তীব্র অভাব। দিনরাত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করেছেন। প্রচন্ড কষ্ট করেছেন। কিন্তু মনে ছিলো অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে কিছু একটা করবেন। কৈশোর যৌবনে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধ আজ ৪২ বছরে পৌঁছে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা বাঙালি শিল্প পতির তালিকায় নিয়ে গিয়েছে। কে বলে বাঙালি ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প কারখানা করতে জানে না? এস আই সার্জিক্যাল এর এই উদ্যমী বাঙালি শিল্প পতির সব কাহিনী শুনলে অবাকতো হবেনই। এখন তাঁর অধীনে ৮০০ জন কর্মী কাজ করছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি বিদেশেও শিল্প কারখানায় পা রাখছেন এই প্রতিভাবান এবং ব্যতিক্রমী শিল্পপতি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন তবে। তাঁর নাম সঞ্জয় মুখার্জি। তিনি চিনের সাংহাইতে এক আন্তর্জাতিক শিল্প মেলায় উপস্থিত হয়েছেন সম্প্রতি ।। অনেক তাঁর কাহিনী, অনেক তাঁর কথা। বাংলার পরম্পরা পহেলা বৈশাখ নিয়েও সঞ্জয়বাবু সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সঞ্জয়বাবু বলেন, পহেলা বৈশাখ বাংলার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরম্পরা মেনে এই উৎসবে বাংলার সকলকে সামিল হওয়া উচিত। আরও বিস্তারিত জানতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব এ নজর রাখুন ।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

Cell : 9733502973/74/82, 9832091395
Call : 0353-2662316
email : rmimpression@rediffmail
biplab.roymuhuri@gmail.com

R. M. Impression

PRINTERS & DESIGNER

- Offset Printing
- Screen Printing
- Computer Designing
- Digital Printing
- Book Binding

32 Sri Ramkrishna Sarani
South Deshbandhupara
(Opp. Way of Tarai School Maidan)
Siliguri-734004

SPECIALIST IN : SPIRAL BINDING, MACHINE NUMBERING, CRIZING, MACHINE PERFORATING & STICKER CUTTING

সকলকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা
নতুন বাংলা বছর সকলের ভালো কাটুক

মনোহারী বিপনি

(প্রো ঃ ইন্দ্রনীল মুখার্জী)

বিভিন্ন প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজ স্টেশনারির এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি --৭৩৪০০১
(পি এন বি-র বিপরীতে)
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৩৮২৭০০

MONOHARI BIPANI
An Exclusive Outlet Of Cosmetics,Toiletries -Stationery & Provision
Hill Cart Road, Siliguri--734001
(Opp. PNB)
Mob: 98323 82700

সংবর্ধনা পলিসি টাইমসের বিশিষ্ট সাংবাদিককে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়িতে রয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতির সাংবাদিক আক্রাম হকের। আক্রাম হক হলেন পলিসি টাইমসের একজন কর্ণধার। তাঁর জন্মস্থান দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের গ্রামে। শৈশবে বাবার সঙ্গে জমিতে লাঙল দিয়ে তিনি চাষবাস করেছেন। প্রচন্ড অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা থাকলেও তাঁর রয়েছে মেধার জোরে। সেই মেধার জেরে তিনি স্কলারশিপও পান। কিন্তু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার তিনি হননি। যদিও ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার সুযোগ ছিলো তাঁর কাছে। তিনি স্থির করেন, অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করবেন আর নিজের মেধাকে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাবেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই ভাবতে থাকেন, এমন কিছু পড়াশোনা করতে হবে যাতে সেই পড়াশোনা দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো যায়। সেই কারনে তিনি অর্থনীতিকে বেছে নেন। অর্থনীতি নিয়ে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে পাশ করার পর তিনি অর্থনীতির বিশিষ্ট সাংবাদিক হয়ে ওঠেন। দিল্লিতে শুরু করেন সাংবাদিকতা। সেখানে থাকতে থাকতেই তিনি গড়ে তোলেন তাঁর প্রতিষ্ঠান পলিসি টাইমস। একসময় দিল্লিতে বড় বড় শিল্প পতিদের নিয়ে তিনি প্রচুর আন্তর্জাতিক মানের আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। আবার দেশের সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মন্ত্রককেও তাঁর নেতৃত্বে বিরাট টিম অনেক সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে পারে, কিভাবে সবার জন্য শিক্ষা বিস্তার হতে পারে তার অনেক রিপোর্ট দিল্লিতে দেশের সরকারকে জমা দিয়েছেন আক্রামবাবু। এরমধ্যেই তিনি দেখতে পান, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উত্তরবঙ্গের বেকার ছেলেমেয়েরা দৌড়ে যাচ্ছে সামান্য চাকরির সন্ধানে। চাকরির সন্ধানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ছেলেমেয়ে। ফলে মাটির টানে আক্রামবাবু অনুভব করেন, উত্তরবঙ্গে যদি শিল্প পতিদের টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তবে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি শিল্প পতিদের আমন্ত্রন জানিয়ে তিনি শিলিগুড়িতে এক প্রস্থ আলোচনাসভার আয়োজন করেছেন। এরই জেরে এস আই সার্জিক্যাল এর মতো শিল্প সংস্থার বাঙালি শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জী উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা রাখছেন। শীঘ্রই শিলিগুড়ির পাশে ফুলবাড়িতে চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানা শুরু হতে চলেছে। সেই কারনে বিভিন্ন দিক বিচার করে প্রতিভাবান সাংবাদিক আক্রাম হককে সংবর্ধনা প্রদান করলো খবরের ঘন্টা।

চিকিৎসা উপকরন তৈরির নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে, ফুলবাড়িতে উদ্বোধন হচ্ছে যুগান্তকারী এক মেডিক্যাল উপকরনের মল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রচুর বেসরকারি হাসপতাল প্রতিদিন শিলিগুড়িতে তৈরি হচ্ছে। এই সব হাসপাতালের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন মেডিক্যাল যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল যন্ত্রাংশ তৈরির কোনো কারখানা নেই। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সরঞ্জাম সব ভিন রাজ্য থেকে আসে। এই অবস্থায় শিলিগুড়িতে চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকরন তৈরির চাহিদা তৈরি হচ্ছিল। আর সেই চাহিদা মেটাতে এবার নতুন ইতিহাস রচনা করছে এস আই সার্জিক্যাল। এই ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দশ কোটি টাকা খরচ করে শিলিগুড়ি লাগোয় ফুলবাড়িতে শুরু হতে চলেছে চিকিৎসা বিষয়ক উপকরনের এক মেডিক্যাল মল। এই ধরনের মল শুরু হলে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সঙ্গে সাধারণ মানুষও অনেকটাই উ পকৃত হবেন। কেননা সাধারণ মানুষও অনেকটাই উপকৃত হবেন। কেননা সাধারণ মানুষকেও অনেক সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি উপকরণ বেশি দাম দিয়ে বাইরে থেকে কিনতে হয়। সেক্ষেত্রে সেই মল থেকে কেনা হলে তা অনেকটা কম খরচেই তা কিনতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এস আই গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সি ই ও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় মুখার্জী শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের কাছে স্থানীয় চিকিৎসার জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা জানান। এই মেডিক্যাল মল তৈরি হলে তা শুধু চিকিৎসা পরিষেবার উপকারে আসবে না। বহু বেকার যুবকেরও কর্মসংস্থানও হবে। শিল্প বিহীন উত্তরবঙ্গ যখন হাজার হাজার বেকার নিয়ে এক অন্ধকার অবস্থায় বিরাজ করছে , যখন শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কাজ না পেয়ে টোটো চালাতে বাধ্য হচ্ছে , যখন বহু ছেলেমেয়ে কাজের সন্ধানে মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিন ভারতে ছুটছেন তখন সামান্য হলেও এক মোমবাতি জ্বালাতে শুরু করেছে এস আই সার্জিক্যালস। তাদের এই মহতি প্রয়াসকে তারিফ জানাতে শুরু করেছে চিকিৎসক মহলেরও একটা বড় অংশ। এস আই সার্জিক্যাল এর প্রধান কর্ণধার সঞ্জয়বাবু আরও জানিয়েছেন, আগামী দুবছরের মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানাও খুলতে চলেছেন শিলিগুড়ির পাশেই। বিশ্ব মানের চিকিৎসা উপকরন তৈরি হবে সেই কারখানাতে। এখন তার প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়েছে। পলিসি টাইমসের বিখ্যাত অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক আক্রাম হক এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দিনরাত পরিশ্রম করে সহযোগিতা করছেন এস আই সার্জিক্যালকে। এরজন্য বিখ্যাত বাঙালি শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জী ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আক্রাম হকের প্রতি। আক্রাম হক বলেন, তাঁরা চাইছেন উত্তরবঙ্গে শুধু ট্রেডিং নয়, বিভিন্ন শিল্প কারখানা তৈরি হোক। শিল্প কারখানা তৈরি হলেই বহু বেকারের কর্মসংস্থান হবে। আর কর্মসংস্থান হলেই এখানকার সব বেকার আর বাইরে যাবে না। সেই কারনে এস আই সার্জিক্যালস এক নতুন দিশা দেখাতে চলেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও শিল্প কারখানা আসুক উত্তরবঙ্গে তাঁরা এটাই চাইছেন। সেই সাংবাদিক বৈঠকে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে প্রতিভাবান সাংবাদিক আক্রাম হক ছাড়াও এস আই সার্জিক্যালসের ন্যাশনাল সেলস প্রধান বিক্রম সিংহ, এরিয়া ম্যানেজার সঞ্জয় অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

একসময় মা ঘুঁটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন এখন পুত্র বড় বড় নার্সিং হোম ও মেডিকেল কলেজ তৈরি করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সংসারে এতোই অভাব ছিলো যে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা-কে ঘুঁটে বিক্রি করতে হয়েছে। আর তিনি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র পড়িয়েছেন। আর কাজে বেরিয়ে এর বাড়ি তার বাড়ি গিয়ে রান্নার গ্যাসের পাইপ বিক্রি করতেন। সবসময় পরিশ্রম করতে হোত। পরিবারে তিনি ছিলেন বড় ভাই। উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবারের অভাব দূর করা। মা এর ঘুঁটে বিক্রির কষ্ট লাঘব করা। ফলে লড়াই আর লড়াই। লড়াই চলতে চলতেই একদিন তিনি লক্ষ্য করেন, এক জায়গায় চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকরন তৈরি হচ্ছে। সেই দেখা মাত্র তাঁর মাথায় ঘুরপাক খায়, তিনিও এভাবে চিকিৎসা উপকরণ তৈরি করবেন। প্রথম প্রথম বাইরে থেকে চিকিৎসা উপকরন কিনে এনে বিক্রি করছিলেন। আর সেই চলতে চলতেই তিনি একদিন কারখানা খুলে বসেন। ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু। আজ বাংলা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি বিদেশেও তাঁর এস আই সার্জিক্যাল গ্রুপ অফ কোম্পানিজের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তাদের পাঁচটি বড় শিল্প কারখানা রয়েছে। আর চারটে চিকিৎসা উপকরন এর শো রুম রয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে ৮০০ জন কর্মী নির্ভর করে রয়েছে এই কোম্পানির ওপর। এই এস আই সার্জিক্যাল এখন শিলিগুড়ি পা রাখছে। শীঘ্রই ফুলবাড়িতে তাদের চিকিৎসা উপকরন মল তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানা তৈরি হচ্ছে। এসব সম্পূর্ণ হলে তা উত্তর পূর্ব ভারতে এক নতুন পরিবেশ তৈরি করবে। পলিসি টাইমসের বিশিষ্ট সাংবাদিক আক্রাম হক এই কোম্পানিকে শিলিগুড়ি নিয়ে আসার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শিলিগুড়িতে বহু নার্সিং হোম তৈরি হচ্ছে। কিন্তু নার্সিং হোমগুলো চলবে কি করে যদি চিকিৎসা উপকরন শিলিগুড়িতে তৈরি না হয়। সেই ভাবনা থেকে প্রতিভাবান বাঙালি শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জী এস আই সার্জিক্যাল এর কারখানা শিলিগুড়ির পাশে ফুলবাড়িতে শুরু করতে চলেছেন। আজ বাংলাতো বটেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো তৈরি, মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন সঞ্জয়বাবু। অপারেশন থিয়েটার তৈরি থেকে শুরু করে চিকিৎসা তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী যেমন রোগীর বেড, গ্যাস পাইপলাইন, ওটি টেবিল সহ আরও বিভিন্ন চিকিৎসা উপকরন তৈরির জন্য সঞ্জয়বাবুর সাহায্য চাইছেন যা এক বিরাট দৃষ্টান্ত।

যাঁর মা একসময় ঘুঁটে বিক্রি করে পুত্র সন্তানকে বড় করার জন্য সংগ্রাম করেছেন সেই পুত্র সন্তানের হাতে আজ বড় বড় নার্সিং হোম এবং মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে। সেই প্রতিভাবান শিল্প পতি আজ কিন্তু বাংলার শিল্পপতিদের মধ্যে একজন গর্বের শিল্প পতি।

নববর্ষে আবারও আমরা শপথ নিই

পূজা মোক্তার
(কর্ণধার, ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আসরফ নগর, শিলিগুড়ি)

নমস্কার সকলকে। সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর মানে পুরনো বছরের সব বিভেদ বৈষম্য বিদ্বেষ ভুলে নতুন উদ্দীপনায় জেগে ওঠা।নববর্ষ মানে আমাদের কাছে নতুন এক আশার আলো।

আমরা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে সারা বছর ধরে মানুষের সেবায় নানা কাজ করে থাকি। এরমধ্যে অন্যতম কাজ হলো রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের সেবা করা। পুলিশ থেকে শুরু করে কোনো সাধারণ মানুষ যদি আমাদের খবর দেয় যে রাস্তার ধারে কোনো ভবঘুরে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছেন আমরা খবর পেলেই দৌড়ে যাই। আমি নিজে হ্যান্ড গ্লাভস পড়ে সেবা করি সেইসব অসহায় মানুষদের। ভবঘুরেদের নতুন জামাকাপড় পড়িয়ে দিই। তাদের স্নান করিয়ে পরিস্কার করি। তারপর তাদের ঠিকানা জেনে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি বাড়ির ঠিকানা না পাই তবে আমার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় দিই আর সেই সময় যত্নের সঙ্গে তাদের সেবা করি। নতুন বছরেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। নতুন বছরে আমরা সবাই বস্ত্র পড়বো। বাংলার জীবনে এক এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। সেই সময় আমরাও চেষ্টা করবো রাস্তার ধরে পড়ে থাকা শিশু বা অসহায় মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোর।

আমরা যাদের বস্ত্র নেই তাদের মধ্যেও বস্ত্র বিতরন করে থাকি। এরজন্য পুরনো জামাকাপড় আমরা সংগ্রহ করি। ডুয়ার্সের লক্ষীপাড়া চা বাগান এবং তার আশপাশের চা বাগানে যারা হতদরিদ্র যক্ষা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন তাদের মধ্যে আমরা পুষ্টিকর খাদা সামগ্রী বিতরন করে থাকি। এভাবে আমাদের সামাজিক ও মানবিক কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। আমরা চাই নতুন বছরে সবাই মিলে চলুন আমরা আরও বেশি বেশি করে সামাজিক ও মানবিক কাজ করার শপথ নিই। কেউ যদি মানবিক ও সামাজিক কাজ করার জন্য আমাদের সহযোগিতা করতে চান তবে আমাদের গুগল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

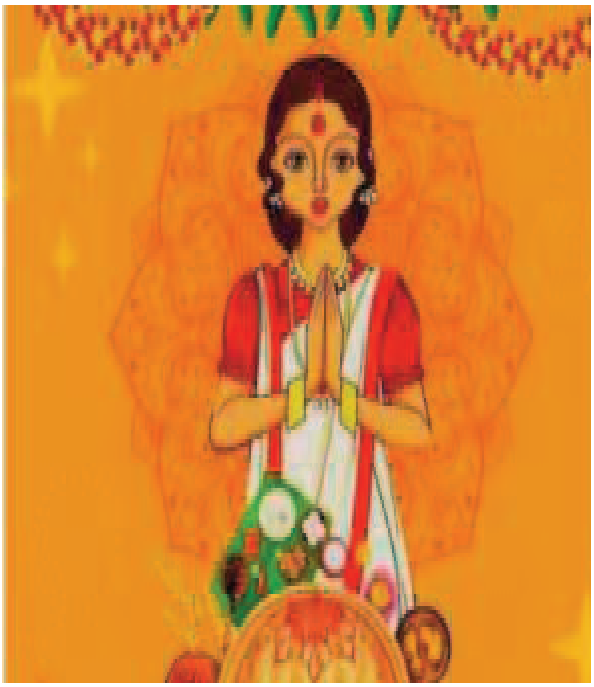

নববর্ষ উপলক্ষে কিছু কথা

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস সাহিত্য পত্রিকা, লেখক ও সমাজকর্মী)

বাউল গানের ছন্দে তালে
নতুন বছর আসছে ঘুরে
উদাসী হাওয়ার সুরে সুরে
রাঙা মাটির পথটি জুড়ে ।
বাঙালির বার মাসে তেরো পার্বন।

এদের মধ্যে অন্যতম হল বাংলা নববর্ষ দিবস উদযাপন। বাঙালি জীবনে এই দিনটির গুরুত্ব অনেক বেশি। নতুন বছরের শুরুতে সকল জাতির আনন্দঘন পরিবেশে কাটে বিশেষ করে বাঙালির।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,'' নব বৎসরে করিলাম পণ,/ নব স্বদেশের দীক্ষা,/ তব আশ্রমে তোমার চরণে / হে ভারত, নব শিক্ষা।"

পয়লা বৈশাখ সম্বন্ধে চিন্তহরণ চক্রবর্তী তার 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' গ্রন্থে লিখেছেন 'সাধারণ হিন্দু বাঙালি গৃহস্থের মধ্যে পয়লা বৈশাখ নববর্ষের সূচনায় গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হোক, দূরে হোক, দিনে হোক, দিনের অবসানে হোক, কর্ম করিতে হইবে।'

পয়লা বৈশাখ দিনটি বাংলা নববর্ষ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করার প্রথা শুরু হয় বাংলা ৯৬৩ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল থেকে। মোঘল বাদশাহদের আমলে কৃষিজাত পণ্যের উপর কর আদায় করা হোত হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে। এটি আসলে চান্দ্র বৎসরের পঞ্জিকা। তাই কৃষি বর্ষের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আর্থিক বৎসরের সঙ্গতি ছিল না। ফলে কৃষকদের অসময়ে কর দিতে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হোত। সম্রাট আকবরের এই ব্যবস্থার সরলীকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্জিকা সংস্কার সাধন করার আদেশ জারি করেন। এই আদেশ অনুসারে প্রখ্যাত পন্ডিত ও জ্যোতির্বিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজ হিজরি চান্দ্র বৎস ও বাংলা সৌর বৎসরের পঞ্জিকা সৃষ্টি করেন।

নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়া ছিল তৎকালীন রীতি বা চিরন্তন পরম্পরা, যেটি অনুসরন করে শুরু হল নতুন বছর, নতুন হিসাবের খাতা খোলা। তাই আমাদের সবার কাছে পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ মানেই দোকানে দোকানে হালখাতা, গণেশ পূজা, নানা ধরনের মিষ্টি, জমজমাট খাওয়াদাওয়া।

দোকানিরা বাংলা ক্যালেন্ডার করে থাকেন। কোথাও আবার বসে পুরানো দিনের বাংলা গানের আসর। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দোকানে গিয়ে মিষ্টি মুখ করেন আর সাথে একটা ঠাকুরের ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরা। অনেকে আজকাল পয়লা বৈশাখে নতুন নতুন জামাকাপড় পড়ে থাকেন। তবে এই আলট্রা মডার্ন যুগে সেই আনন্দ অনেকটাই ম্রিয়মান। সৌজন্যে সিটি সেন্টারের মতো নানা ধরনের মল। আরও বিশেষ করে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেনাকাটা বা টাকাকড়ি আদানপ্রদান হয়ে যায় লিখতে লিখতে আমার মন হল-- এই দিনটিকে বাণিজ্যিক বন্ধন, দিবসও বলা যেতে পারে।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল সারা বছরের রাজস্বকর, খাজনা ইত্যাদি আদায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটিয়ে পয়লা বৈশাখে নতুন খাতা খোলার রীতি চালু করেছিলেন। এরপর বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ হালখাতার সূচনা করেছিলেন পয়লা বৈশাখ।

জানা যায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ,কুশা দ্বীপ সহ ৮৪টি পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রজাদের কর বা খাজনা রাজস্বের পুরানো খাতার পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটিয়ে এই পয়লা বৈশাখেই নতুন খাতা খোলার চালু করেছিলেন।

বৈশাখ মাস পুণ্য মাস। এই পুণ্য মাসেই বুদ্ধদেবের জন্ম এবং এই মাসে মহান জৈন তীর্থঙ্কর জন্ম নেন। তাই বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়েরও বৈশাখ মাসকেই নববর্ষ হিসাবে পালন করেন।

আমরা কামনা করি নতুন দিনের সূর্যকে, নতুন দিনের উৎসাহ উদ্দীপনাকে। নতুন বছর আসুক নিয়ে নতুন নতুন আশা। ভেদাভেদ, হানাহানি, হিংসা দ্বেষ, ভুলি সবাই মিলে মিশে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি। সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ভালবাসা, শুভেচ্ছা সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

শেষ করছি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা দিয়ে--''বন্ধু হও শত্রু হও যেখানে যে কেহ রও, ক্ষমা কর আজিকার মতো। /পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যতো।"

নতুন সূর্য আলো দাও

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া , শিলিগুড়ি)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। সেইসব পার্বনগুলোর প্রত্যেকটিই বাঙালির পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দোল উৎসব, বাসন্তী পুজো, নীল পুজো, চড়ক পুজো শেষ হতে না হতেই অনুভূতিপ্রবন বাঙালিরা মেতে ওঠে বৈশাখ বরনে। বৈশাখের প্রথম দিনটিই নববর্ষ হিসাবে পালন করা হয়। বছরের প্রথমদিনে সর্ববিঘ্ননাশকারী গনেশ দেবতার পুজো দিয়ে নববর্ষের সূচনা হয়। দোকানে দোকানে চলে হালখাতার শুভ অনুষ্ঠান। আপামর বাঙালির হৃদয় মেতে ওঠে নতুন জামাকাপড়ের গন্ধের সাথে এক নতুন আশার আলোয়। মায়েরা নতুন শাড়ি পড়ে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেয় ।নববর্ষের দিন নিজেদের ঘরবাড়ি সবাই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। দোকানপাটগুলোও আমের পাতা,গাঁদা ফুল , শোলার ফুল ইত্যাদি উপকরনে সেজে ওঠে। সকাল সন্ধ্যে চলে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের মতে, আহারে ও আচরনে গ্রীষ্ম হল ব্রাহ্মন। ব্রাহ্মনের প্রিয় হল ফলাহার। আর গ্রীষ্ম যেন তপঃ ক্লিষ্ট ব্রাহ্মনের মতোই রসহীন বাহুল্যবর্জিত ও উদাস।

পয়লা বৈশাখে ভোজনরসিক বাঙালির পাতে পড়ে নানান ধরনের মাছ মাংস, ইলিশ মাছ, দই, মিস্টি। আরও কত কি। পেটপুড়ে খাওয়া যাকে বলে।

পয়লা বৈশাখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি কিশোরকিশোরীদের মধ্যেও একসময় দেখা যেতো নানান ধরনের কার্ড তৈরির উৎসাহ।সেই কার্ডে লেখা থাকতো কত রকমের ছড়া। যেমন গাছে গাছে নতুন পাতা/মনে পড়ে তোমার কথা /তুমি আমার বন্ধু হও/নববর্ষের কার্ডটি লও। সেই কার্ড বিলি আর ছড়া লেখার আগ্রহ দেখে বাংলা সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ বাড়তো অনেকের মনে। কৈশোরেই ছড়া বা কবিতা লেখার সৃজন ক্ষমতা জন্ম নিতো। মনে নতুন নতুন কল্পনা শক্তি জন্ম নিতো। এখন সেই ধরনের পরিবেশ দেখা যায় না বললেই চলে। সোস্যাল মিডিয়া এখন সেসব গ্রাস করে নিয়েছে। গত দুবছর করোনার প্রকোপের জন্য আমরা কেউই নববর্ষ পালন করতে পারিনি।

তবে নববর্ষের এই আনন্দের পাশাপাশি সবাই কাহিল হয়ে পড়ে বৈশাখের গরমে। পানীয় জলের সঙ্কট দেখা যায় অনেক জায়গায়। এই সময়ই আবার মহাকালের প্রলয় নাচের তান্ডবে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। জীর্ন পুরাতনের আবর্জনা উড়িয়ে দিয়ে আনে স্নিগ্ধ বরিষনধারা। ক্লান্ত শ্রান্ত জনজীবনে নেমে আসে আনন্দের জোয়ার। ‘ এসো হে বৈশাখ এসো এসো’। সুগন্ধি ফুলে ও ফলে সেজে ওঠে এক নতুন পৃথিবী।

ভোরের আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য, নবজীবনের আশা। গীতশ্রী সন্ধ্য মুখোপাধ্যায়ের গানে প্রকাশ পায় ‘ নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও। ’

আমাদের বর্ষবরন

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেক টাউন , শিলিগুড়ি --নবম শ্রেণী , বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুল)

বাংলায় ঋতুরঙ্গের এমন বৈচিত্রময় লীলাখেলা আর কোথাও হয় বলে জানা নেই। চৈত্র মাসের শেষ লগ্নে নীল-গাজনের পালাপার্বনের মধ্য দিয়ে পুরনো বছর শেষ হয়ে যায়। প্রখর তাপের আকাশ যখন তৃষায় কাঁপে তখন কালবৈশাখী ঝড়ে পুরনো যা কিছু জীর্ন-শীর্ন সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। আসে বৃষ্টির নব জলধারা। শঙ্খ-উলুধ্বনিতে নববর্ষের সূচনা হয়। সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গীতের মাধ্যমে পায়ে পা মিলিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় বর্ষবরন উৎসবে।

সকাল সকাল স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পড়ে মা-বাবা ও বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করি এবং তারাও প্রান ভরে আশীর্বাদ করেন। বাড়িঘর, দোকানপাট,পথঘাট নতুন সাজে সেজে ওঠে। বাড়ির প্রায় সবাই নতুন জামাকাপড় পড়ে বর্ষবরনের উৎসবে সামিল হয়। নব সাজে সজ্জিত দোকানে দোকানে অনুষ্ঠিত হালখাতার শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পরে আমরা মিস্টিমুখ করে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার নিয়ে বাড়িতে ফিরি। তাই তো আমরা ছোটরা অপেক্ষায় থাকি কবে আসবে এই আনন্দের পয়লা বৈশাখ।

নববর্ষের সন্ধ্যেবেলায় বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্য-গীত, নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বাংলার সারা বছরের পালা-পার্বনের আনন্দ উৎসব।

আমার নাম নব, নববর্ষেই আমার জন্ম

নবকুমার বসাক

(সমাজসেবী, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ বাঙালি জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা এই দিনেই বাংলা বছরের শুরু। কিন্তু আমার কাছে এই দিনের আরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা আমার জন্মদিন এই দিনেই। ফলে এই দিনে আনন্দ অন্যরকম। আমার এই দিনে জন্ম বলে আমার গুরুজনেরা আমার নাম রাখেন নব। এখন আমি বি এস এফে চাকরি করছি। ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। ছোট থেকেই ফুটবল খেলা আমার নেশা। ফুটবলের প্রতি অতিরিক্ত নেশার জন্যই আমি বলা চলে বি এস এফে চাকরি পাই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবল খেলতে গিয়েছি। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী সংহতি মোড়ে আমার বাড়ি। দীর্ঘদিন বাড়িঘর ছেড়ে আমি জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে কাজ করেছি দেশের স্বার্থে। সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছি অসমের ধুবড়ি সীমান্তে। সীমান্তে থেকে দেশের জন্য কাজ করার পাশাপাশি সামাজিক কাজ করি। গরিব অসহায় মানুষের জন্য কাজ করতেই আমি খুলেছি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংহতি মোড়েই তার অফিস। সেই সংস্থার মাধ্যমে সবসময় মানুষের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ হয়। চা বাগানে বস্ত্র বিতরন যেমন করা হয় তেমনই কারো জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা মৃত্যু বার্ষিকীতে খাবার পরিবেশন করি অসহায় মানুষদের মধ্যে। অনেক মানুষ তাদের সেই সব বিশেষ দিনগুলো আমাদের মাধ্যমে পালন করেন গরিব অসহায় মানুষদের সঙ্গে বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে। নববর্ষে যেহেতু আমার জন্মদিন সেইদিনও গরিব দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য বিতরনের কিছু কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। আমি চাই নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।

বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডার

প্রতাপ কর্মকার

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বাজারের প্রতাপ জুয়েলার্স থেকে সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। ১৯৯৩ সাল থেকে আমাদের দোকান। আমার ভাই অনন্ত কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে দোকান করি। বাংলা নববর্ষে আমরা অন্যরকমভাবে অনুষ্ঠান করি।আমরা হালখাতা করি। হালখাতার জন্য নেমন্তন্ন কার্ড তৈরি করি। প্রত্যেক ক্রেতার বাড়িতে কার্ড পাঠাই। বাংলা ক্যালেন্ডার ছাপা হয় প্রতিবছর। ক্যালেন্ডারের মধ্যে একাদশী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা সব থাকে। ১৯৯৩ সাল থেকেই বাংলা ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। করোনার জন্য শুধু একবছর ক্যালেন্ডার ছাপা হয়নি। পয়লা বৈশাখ বাংলার নতুন বছরের শুরু। এটা বাংলার ঐতিহ্য। বর্ষবরন আমাদের কাছে বড় উৎসব। এই উৎসব যাতে হারিয়ে না যায় আমরা সেটাই চাই। সেই কারনে আমরা হালখাতার কার্ড তৈরি করি এবং ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। আমি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক। সব ব্যবসায়ীর কাছেও আবেদন করি, সবাই বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এতে আগ্রহ তৈরি হবে। নতুনরা যাতে বাংলা ক্যালেন্ডারের সন, তারিখ, মাসের নাম মনে রাখতে পারে তার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। নতুন প্রজন্ম ইংরেজি বছর পালন করুক, ইংরেজি শিখুক খুব ভালো কথা। কিন্তু নিজের ভাষা বাংলা, নিজের সংস্কৃতি বাংলা যাতে কেউ ভুলে না যায় সেটাই চাই আমরা। নতুন বছরে যারা আমাদের দোকানে আসবে সোনার গহনা তৈরির জন্য তাদেরকে মজুরিতে কিছু ছাড় দেবো আমরা। পয়লা বৈশাখে দোকানে পুজো হবে। তারপর অন্য অনুষ্ঠানও হয়। বিভিন্ন সামাজিক কাজ করতেও আমি ভালোবাসি। সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখুন, ক্যালেন্ডার তৈরি করুন

সুজিত ঘোষ
(বাপি,সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। সিমেন্ট, বালি পাথর , রড ব্যবসা নিয়ে রয়েছি আমি। ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু আমার ব্যবসা।বাড়ি হায়দরপাড়া বিবাদী সরনি। প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন। নির্মান শিল্পের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী আমি সরবরাহ করি। আমি হায়দরপাড়া ব্যবাসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক , তাছাড়া বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক। এবারে আমি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের এই হায়দরপাড়া বাজার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাজারটা যাতে সুন্দর থাকে, বাজারটা যাতে পরিস্কার থাকে সেটাই চাই আমি। এই বাজারে সব সামগ্রী পাওয়া যায়। কাওকে ঘুরে যেতে হয় না। সব ব্যবসায়ী যাতে ভালো থাকে সেটাই আমরা চাই।করোনার জেরে বিগত দিনে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে। তবে এবারে অন্য বছরের তুলনায় পয়লা বৈশাখের ব্যবসা ভালো হবে।

শুরু থেকেই আমার দোকানে আমি বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করি। সব ব্যবসায়ী যাতে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করেন সেটাই চাই। বাংলার ঐতিহ্য আমাদের বজায় রাখতে হবে। আমি ঐতিহ্য মেনে আমার প্রতিষ্ঠানে হালখাতা পালন করি। সেদিন নিষ্ঠা সহকারে গণেশ পুজো হয়। তারপর হালখাতা হয়। বিকালে মিস্টি বিলির সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডার বিলি করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজি ক্যালেন্ডার তৈরি করি না। সকলের কাছে আবেদন জানাই,সবাই বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন। বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখুন। পুরনো ঐতিহ্য ভুলে গেলে আমাদেরই ক্ষতি। সকলের নতুন বছর ভালো কাটুক, সবাই ভালো থাকুন। সকলের প্রতি রইলো নতুন বাংলা বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা।

কালবৈশাখী

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

চৈত্রের শেষে ,বছর শুরুতে ,উঠল রবি নববর্ষে ,
ব্যান্ডের তালে প্রভাতফেরি এগিয়ে চলে মনের হর্ষে।
নানান সাজে সাজল দোকান, শোলার ফুল ও আম পাতায়,
গিন্নী সামলায় গণেশ পুজো,কর্তা মাতে হালখাতায়।
সন্ধ্যেবেলা দোকানে দোকানে হালখাতায় অংশ নিলে মিষ্টিমুখ,
চিপস ,ফ্যান্টা আইসক্রিম খেতে কতই না লাগে সুখ।
হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাই ছোটকু গেলো ছিটকে,
ভিজে বাড়ি ফিরে দেখি মায়ের কোলে হাসছে ছোটকু মিচকে।

পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরে পা দিতে চলেছি

শিবেশ ভৌমিক
(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা। ত্রিশ বছর আগে বিভিন্ন জিনিসপত্রের ডালি নিয়ে দোকান খুলেছিলাম বিধাননগরে মিতালি। শুরুতেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলো আমাদের সেই প্রতিষ্ঠান। দোকানটি শুরু থেকেই সাজিয়ে তুলেছিলাম। দোকানের ভিতরে সব জিনিসপত্র ছিলো। তা ক্রেতাদের মনে দাগ কাটে। ক্রেতারা ভাবতে থাকেন, এই দোকানে সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়। অনেক ব্যবসায়ী কম জিনিসপত্র নিয়ে দোকান খোলেন। তাতে ক্রেতাদের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ক্রেতারা ভাবতে থাকেন, এই দোকান ফাঁকা ফাঁকা, সব জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী ভাবেন, প্রথমে কম জিনিসপত্র নিয়ে দোকান শুরু করি, পরে ধীরে ধীরে জিনিসপত্র বাড়িয়ে নেবো। কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হলে আর সেই দোকান দাঁড়াতেই পারে না। দ্বিতীয় হলো সঠিক মূল্য নেওয়া। সঠিক মূল্য নিলে দু একজন ক্রেতা অখুশি হয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু এর ফল মিস্টিই হয়। ব্যবসা দীর্ঘস্থায়ী হয়। জিনিসপত্র কেনার সময় ক্রেতা ঠকলে ব্যবসা দাঁড়াবে না। অথবা বাকিতে দোকানদার জিনিসপত্র কিনলে তাদের জিনিসপত্রের দাম বেশি দিয়ে কিনতে হয়। এতে ক্রেতাদের মূল্য বেশি দিতে হয়। এর জেরে অন্য দোকানের তুলনায় সেই দোকানে জিনিসের দাম বেশি হয়। এতেও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং নগদে জিনিস কিনতে হবে। নগদে কেনার সুবিধা বা কম দাম ক্রেতারা পেলে খুশি হয়ে ক্রেতারাই অন্য ক্রেতাদের নিয়ে আসে। আর দোকানের সুনাম করতে থাকে। ফলে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। আরও একটি বিষয় হলো, অনেক বিক্রেতা ক্রেতাদের সঙ্গে তর্ক করে। যা ভীষনভাবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে। কোনো অবস্থাতেই ক্রেতাদের সঙ্গে কোনো বিষয়েই তর্ক করা চলবে না। কারণ তর্কে যারা হারে তারা খুব রুষ্ট হয়। ক্রেতা রুষ্ট হলে দোকানে ক্রেতার সংখ্যা কমতে হবে। তর্কে হেরে যাওয়া ক্রেতারা পরোক্ষভাবে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের বদনাম করে। তর্কে না গিয়ে ক্রেতার কথার জবাবে 'হতে পারে' শব্দ ব্যবহার করা যায়। এতে তর্কে হারাও হলো না, আবার ক্রেতাও অখুশি হলো না।

এবারে বলি হালখাতার কথা। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে যারা দোকান থেকে বাকিতে জিনিসপত্র কিনতো, তাদের নেমন্তন্নের চিঠি দেওয়া হোত। পয়লা বৈশাখের আগের দিন দোকান পরিস্কার করা হোত। দোকান ঝাড়পোছ হোত। পয়লা বৈশাখের দিন সকাল সকাল স্নান সেরে ভালো জামাকাপড় পড়ে দোকান খুলতাম। পুজো হোত। পুজোতে বাড়ির মহিলারা সাহায্য করতেন। পুরোহিত নিয়ে টানাটানি হোত। বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি হোত।খুব চাহিদা ছিল বাংলা ক্যালেন্ডারের। পুজোর পর অপেক্ষা করতাম কখন ক্রেতারা আসবেন আর বকেয়া টাকা পরিশোধ করবে। আসতো অনেকেই। মিস্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার তুলে দিতাম তাদের হাতে। ধীরে ধীরে এই বাকি নেওয়াক্রেতার সংখ্যা কমতে শুরু করলো। কিন্তু একদিন আমার শৈশবের এক শিক্ষিকা আমার চোখ খুলে দিলেন। তাঁকে বড় দিদিমনি বলে ডাকতাম। তিনি নগদে জিনিস কিনতেন। তিনি একদিন আমায় বললেন, আমরা নগদে জিনিস নিই, তাই আমাদের গুরুত্ব কম। আমাদের কেউ ডাকে না। যারা বাকি নেয়, তাকে দোকানদারেরা হালখাতার সময় ডাকেন। যারা বাকি নেয়, তাদের আদর করে ডাকা হয়। কিন্তু নগদে যারা জিনিস নেয় তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই দিন থেকে আমার চোখ খুলে গেলো। হালখাতা করবো কিন্তু বাকি নেওয়া ক্রেতাদের আলাদা করে নেমন্তন্ন করা হবে না।

হালখাতার ধরন বদলে গিয়েছে। এখন কার্ড বিক্রিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।ক্যালেন্ডারও আর করা হয় না। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের চাহিদা থাকে কিন্তু বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদা নেই। আগে আমরা বাংলা শুভেচ্ছা কার্ডও বিক্রি করতাম। এখন তা নেই। এখন ইংরেজি নিয়ে বেশি মাতামাতি।

পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরে পা দিতে চলেছি। সব ব্যবসায়ী ভালো থাকুক প্রার্থনা করি। সবার ভালো হোক নতুন বছরে।

সকলকে শুভ নববর্ষ

বিপ্লব রায় মুহুরি

(সাধারণ সম্পাদক, বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। একটা সময় কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বা সেই সিস্টেমকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রাজা-মহারাজারা চালু করেছিলেন। সেখান থেকেই আমাদের ঐতিহ্য চলে আসছে। বছরের এই প্রথম দিনটা বিশেষ করে বাঙালিরা নববর্ষ হিসাবে উদযাপন করে থাকি। এটা আমাদের একটা ঐতিহ্যশালী দিন। এর এক লম্বা ইতিহাস রয়েছে। এই দিন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে উদযাপন করে। কিছু মানুষ মন্দিরে পুজো দিয়ে সারা বছর যাতে ভালো কাটে তার প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানে হালখাতার মধ্যে দিয়ে লক্ষী গনেশের পুজো করার মধ্য দিয়ে , সারা বছরের ক্রেতাদের আপ্যায়ন করার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ দিন হিসাবে পালন করেন। যদিও হালখাতা যাকে বলি তা অনেকটা কমে আসছে।

পয়লা বৈশাখের মধ্যে দিয়ে আমরা ছোটবেলা দেখেছি বন্ধুদের মধ্যে শুভেচ্ছা কার্ড বিলি হোত। সেই রীতি আজ মোবাইলের দাপটে উঠেই গিয়েছে।

শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে নব্বইটিরও বেশি বাজার আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রায় ৩৭ হাজার ছোট ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত। এখানে ব্যবসায়ের লেনদেনের একটা হিসাব আমাদের কাছে ছিলো। কিন্তু বিগত তিন বছরে করোনার জেরে সব হিসেব ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছে। তবুও বলবো, দুবছরে ব্যবসার যা হাল হয়েছিলো তার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। পুরোপুরি আগের জায়গায় আমরা ফিরতে পারিনি। বিশেষত হালখাতা কিন্তু করোনার আগেও বেশ ভালোভাবেই হোত। বিরাট অঙ্কের টাকা এই হালখাতার দিনে লেনদেন হোত শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় পড়ার একটি রীতি প্রচলন রয়েছে। ফলে এরজন্য কেনাকাটার বাজারে প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সময় চৈত্র সেল হয়। এবারেও সেই চৈত্র সেল ভালো হবে বলে আমরা আশা করছি।

শিলিগুড়ি শহর হলো মিনি ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে বসবাস করেন। প্রতিদিন বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন। বিভিন্ন বাজারে যাচ্ছেন, কেনাকাটা করছেন এই শহরে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, তা হলো বাংলা ক্যালেন্ডার। গুটি কয়েক ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ বাংলা ক্যালেন্ডার এখন তৈরি করেন না। সবাই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দিকে ঝুঁকেছেন। বাংলা ক্যালেন্ডার যাতে সবাই তৈরি করেন তার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

প্রতিদিন বাইরে থেকে অনেক মানুষ এই শহরে কেনাকাটা করতে আসেন। তাই শহর পরিস্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই শহর থেকে সরকারও প্রচুর টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকেন। তাই এই শহরের পরিকাঠামো বৃদ্ধির দিকেও সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন। শহরে বিক্রেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত পণ্য যাতে ক্রেতারা সহজেই পরিবহন করতে পারেন তার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা ভালো রাখতে হবে। পণ্য নিতে এসে ভিড় বা যানজট দেখলে অনেক ক্রেতা শহরে প্রবেশ না করে বাইরের বাজার থেকে তা কিনতে পারেন। এতে শহরের ব্যবসায়ীদেরই লোকসান। পার্কিং ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। শহরে অনেক ক্রেতা প্রবেশ করছে না। শহরের বাজারগুলোর সামনে সুলভ শৌচালয় দরকার। যান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আরও ভালো করতে হবে। এসবের জন্য প্রশাসন আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

এখন অনলাইন ব্যবসা একটা চিন্তার বিষয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পুরোপুরি অনলাইন ব্যবসায় প্রবেশ করছেন। এটা আমাদের ব্যবসায়ীদের কাছে অশনি সঙ্কেত। দোকান বাজার ব্যবসায়ীদের কাছে একেকটি মন্দির। সেই মন্দিরের স্থান যাতে ভালো থাকে তার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। শহর আরও শুদ্ধ হোক। শহরের দূষন কমুক, শহর সবুজায়ন হোক এমনটাই চাই। নতুন বছরে তেমনটাই প্রার্থনা থাকলো।

দোকানে দোকানে হালখাতা হোত

মৃনাল পাল

(মনা -- শিল্পোদ্যোগী,সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ)

সকলকে শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪৩০ বিদায় নিয়ে ১৪৩১ সাল শুরু হচ্ছে। তবে শৈশবে যেমন দেখতাম পয়লা বৈশাখ, এখন তা দেখি না। আগে দেখেছি ছোটরা পয়লা বৈশাখে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিতো। সবাই নতুন বস্ত্র পড়তো।পুজো দিতো মন্দিরে। তারপর বাবা মাকে প্রণাম করতো। এখন সেই প্রথা প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। দোকানে দোকানে হালখাতা হোত। সকাল সকাল সব দোকানে গণেশ পুজো হোত। দোকানগুলো সাজিয়ে তোলা হোত। বিকালে সবাই দোকানে হাজির হতো। পুরনো বকেয়া তারা প্রদান করতো। সঙ্গে দোকানি তাদের হাতে মিস্টির প্যাকেট দিতো এবং ক্যালেন্ডার দেওয়া হোত। সেই সব অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে। তবুও বাঙালি জীবনে পয়লা বৈশাখের গুরুত্বই আলাদা। আমরা আজকাল ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে মাতামাতি করি। ইংরেজি শিখছি ভালো কথা। কিন্তু নিজের ভাষা মাতৃভাষা, নিজেদের বাংলা বছর বঙ্গাব্দের শুরু পয়লা বৈশাখ। এই নিজেদের সংস্কৃতি ভোলা যাবে না। নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবাই মিলে। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

পহেলা বৈশাখ মানে ব্যবসায়ীদের হালখাতা কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের মন ভালো নেই, ব্যবসা মৃতপ্রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পহেলা বৈশাখ মানে বাংলার জীবনে এক পরম্পরা। পহেলা বৈশাখ বাংলার জীবনে এক ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখ বাংলার ব্যবসায়ীদের কাছে যেন এক নতুন জোয়ার। ব্যবসায়ীরা এসময় হালখাতার উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন। যদিও আজকাল অনলাইন, শপিং মল এবং ইংরেজি সংস্কৃতির দাপাদাপি যেন ভুলিয়ে দিতে বসেছে বাংলার চিরাচরিত পহেলা বৈশাখের ঐতিহ্য এবং হালখাতাকে। এই পরিস্থিতিতে অনেক ব্যবসায়ীর মন ভালো নেই। শিলিগুড়িতেই হিলকার্ট রোড থেকে বিধান মার্কেটে প্রবেশের মূল রাস্তায় ক্ষুদিরামপল্লী নিবাসী ব্যবসায়ীরা এ সময় যেন গালে হাত দিয়ে বসেছেন। তাদের বক্তব্য, পহেলা বৈশাখ আসছে ঠিকই। কিন্তু সেই ব্যবসা আর নেই। শুধু পহেলা বৈশাখ কেন, সারা বছরের হিসাবেও তাদের ব্যবসা আর আগের মতো নেই বলে জানালেন তাঁরা। হিলকার্ট রোড থেকে বিধান মার্কেটে প্রবেশের মূল রাস্তায় একেবারে যাকে বলে হিলকার্ট রোডের ধারে শিলিগুড়ি শহরের ঐতিহ্যমন্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হলো মনোহারী বিপণি। বিভিন্ন প্রসাধনী এবং টয়লেট্রিজ স্টেশনারির এক ঐতিহ্যমন্ডিত নির্ভরযোগ্য

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

প্রতিষ্ঠান হলো মনোহারী বিপনি। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে পি এন বির বিপরীতে এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধার তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইন্দ্রনীল মুখার্জী বলেন, পহেলা বৈশাখ আসছে বটে।কিন্তু আগের মতো ব্যবসা কোথায়? অনলাইন, শপিং মলতো আছেই। তার সঙ্গে যানজট। যেখানে সেখানে টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। পার্কিং এর অবস্থা বিশৃঙ্খল। ফুটপাত সব দখল হয়ে আসছে। মানুষের হাঁটাহাঁটি করার রাস্তাও নেই। ফলে বিরক্ত হয়েই বহু পুরনো ক্রেতাকে তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন। যানজট, পার্কিং এর সুবন্দোবস্ত নেই, টোটোর গাদাগাদিতে বিরক্ত হয়ে বহু ক্রেতা আর শহরের ঐতিহ্যমন্ডিত এইসব দোকানের দিকে যেতে চাইছেন না। ফলে দিনকে দিন অবস্থা এমন হচ্ছে যে তাদের বংশ পরম্পরার ব্যবসা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে বলে ইন্দ্রনীলবাবু আক্ষেপ করেন। ওই এলাকার প্রবীন স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিমল রায়কর্মকারও বলেন, যুগ যুগ ধরে তাঁরা যে ব্যবসা করে আসছেন তা আজ তলানিতে ঠেকছে। ফলে পহেলা বৈশাখ সামনে এলেও তাদের সেই আনন্দ আর নেই। অস্বাভাবিক যানজট, টোটোর বিরক্তিকর পরিস্থিতি, পার্কিং নেই, ফুটপাত দখল হয়ে যাওয়া সবমিলিয়ে মানুষ আর শহরের ঐতিহ্যমন্ডিত পুরনো এইসব দোকানগুলোর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তাছাড়া শহরের লাগোয়া অঞ্চলগুলো যেমন চম্পাসারি, শালুগাড়া, শালবাড়ি, মাটিগাড়া, ফুলবাড়ির দিকে নতুন নতুন মার্কেট বা ব্যবসার প্রসার ঘটছে। এর জেরে ক্রেতারা হিলকার্ট রোডের যানজট ঠেঙিয়ে তাদের দোকানে আর আসতে চাইছেন না। ব্যবসায়ী দীপক বনিক বলেন, পহেলা বৈশাখ নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী বা বাঙালি জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটায়। কিন্তু তাদের ব্যবসার পরিস্থিতি ভালো নয়। অবস্থা দিনকে দিন এমন হচ্ছে যে তাদের দোকানপাট সব বন্ধ করে রাখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

পহেলা বৈশাখের পরম্পরা বজায় রাখতে হবে

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, ব্যবসায়ী কর্মকর্তা)

সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। নতুন বাংলা বঙ্গাব্দ সকলের কাছে শুভ হয়ে উঠুক। পহেলা বৈশাখ হলো বাংলার পরম্পরা। আমি যেহেতু একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের কাছে পহেলা বৈশাখ অন্য বার্তা বহন করে। তার কারণ হলো, পহেলা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের কাছে হালখাতার দিন। শৈশব থেকেই দেখে এসেছি, পহেলা বৈশাখ আসার আগে দোকান পরিস্কার করা হতো। দোকানে কি কি জিনিসপত্র আছে, কি কি জিনিস নষ্ট অবস্থায় আছে তা খতিয়ে দেখা। পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস দোকান থেকে সরিয়ে ফেলা। তার সঙ্গে কোথায় কি বাকিবকেয়া রয়েছে তার হিসাব খতিয়ে দেখা হয়। এইসময় দোকানে কি কি জিনিস নেই তারও তালিকা তৈরি করা হয়। সেই সব না থাকা জিনিসপত্র মজুত করা হয়। আর পুরনো বকেয়া যা থাকে তা আদায় করার জন্য হালখাতা করা হয়। দোকান সাজিয়ে পুজো করা হয় এই বিশেষ দিনে। পুরনো ক্রেতাদের কার্ড দিয়ে আমন্ত্রন জানিয়ে আসা হয় এই সময়। পুরনো ক্রেতা, যাদের কাছে বকেয়া রয়েছে, তারা এই সময় দোকানে এলে বাকি বা বকেয়া আদায় করা হয়। তাদেরকে মিস্টি মুখ করানো হয় এই সময়। কিন্তু আজ সেই হালখাতার জৌলুস আর নেই। হালখাতার অনেক উদ্দীপনা দেখে এসেছি শৈশব থেকে। পহেলা বৈশাখ নিয়ে ছেলেবেলা আনন্দ হোত বেশ। অনেক রাত পর্যন্ত বাবা বা দাদার সঙ্গে দোকানে থাকা যাবে এমন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হতাম। এখন পরিবেশ বদলে গিয়েছে। এখন মোবাইল চলে এসেছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখন মোবাইল ঘুরছে। অনলাইনের ভালো দিক যেমন রয়েছে খারাপও হয়েছে। মোবাইলের নেশা যেমন ক্ষতি করছে তেমনি মোবাইল অনলাইনের দৌলতে আজকাল পয়সাকড়ি লেনদেন হচ্ছে। মোবাইলের মাধ্যমে সবাই গুগল পে করছেন সকলে। আজকাল খুচরো পয়সার খুব সমস্যা। বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে মোবাইলেই বেশি পেমেন্ট করতে হয়। তাছাড়া আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের কাছেও অনেক সময় দশটাকা পঞ্চাশ টাকা বা একশ টাকা খুচরো থাকে না। তখন মোবাইলে পেমেন্ট করা হয়। এতেতো ভালো হচ্ছে। মোবাইলের ভালো দিক এটা।

ব্যবসার ধরন এখন বদলে যাচ্ছে। পুরনো ধ্যানধারনা বদলে ফেলতে হচ্ছে। অনলাইনে ব্যবসা হচ্ছে। অনেক পাড়ার দোকানদারও এখন অফ লাইনে দোকান খুলে যেমন ব্যবসা করছেন তেমনই অনলাইনেও ব্যবসা করছেন। পাড়ার দোকানদারও আজকাল অনলাইনে অর্ডার নিয়ে ক্রেতাকে বাড়িতে জিনিসপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন। ফলে মোবাইল অনলাইন ক্ষতি যে শুধু করছে তা কিন্তু বলা যাবে না।

আজকাল শিশুদের হাতে মোবাইল দেওয়া হচ্ছে। শিশুর কান্নাকাটি থামাতে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য অনেক মা শিশুর হাতে মোবাইল দিয়ে দিচ্ছেন খেলনা হিসাবে। মোবাইল থেকে অনেক জ্ঞানও পাওয়া যাচ্ছে।

এবারে আবারও বলি ব্যবসার কথা। হালখাতা করার সময় আজকাল পুরনো ক্রেতা, যাদের কাছে অনেকদিন ধরে বাকি রয়েছে, তারা কিন্তু দোকানে বকেয়া পরিশোধ করতে আসে না। হালখাতা করলে কারেন্ট বকেয়া রাখা ক্রেতারা দোকানে আসেন। পুরনো ক্রেতারা সেভাবে আসেন না। অথচ পুরনো ক্রেতাদের বকেয়া আদায় করতেই হালখাতা হয়ে আসছে। সেই কারনে হালখাতার গুরুত্ব কমে আসছে। সোনার দোকানে কিছু অবশ্য হালখাতা হয়।

এখন পয়লা জানুয়ারিতে নতুন প্রজন্ম যেমন আনন্দ করে পহেলা বৈশাখে সেই আনন্দ করে না। এখন চারদিকে মল হয়ে গিয়েছে। অনেক মলে গিয়ে কেনাকাটা করছে। আর যানজট কিন্তু শিলিগুড়িতে কেনাকাটায় সমস্যা তৈরি করছে। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট নয়, হায়দরপাড়া মেইন রোডেই দেখবেন যানজট। রাস্তাতো শহরে বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু জনসংখ্য এবং যানবাহনতো খুব বেড়েছে।আর টোটো অনেক বেড়েছে। ফলে সেইসব নানা কারনে অনেক মানুষ আর বাজারে এসে কেনাকাটা করতে পছন্দ করছেন না। তারা সকলে অনলাইনে কেনাকাটা করছেন। কিভাবে যানজট কমবে, কিভাবে ক্রেতারা কোনোরকম বিরক্তিহীন অবস্থায় দোকানে পৌঁছাবেন তা কিন্তু প্রশাসনের ভাবনার সময় এসেছে। কেননা সমাজ ও দেশ চালিয়ে নিয়ে যেতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কিন্তু বিরাট ভূমিকা রয়েছে।তাই এই সব ব্যবসায়ী যাতে হারিয়ে না যায় তারজন্য প্রশাসন, সরকার সহ সকলকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সবশেষে সকলকে আবারও নতুন বাংলা বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা।

দুঃস্থ অনাথ শিশুদের পাশে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক)

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪৩১ বাংলা বঙ্গাব্দ সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। আমি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির তরাই বি এড কলেজ থেকে বলছি। ঘোষপুকুরের কাছে খড়িবাড়ি দুধাজোতে আমাদের তরাই বি এড কলেজের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। তার পাশাপাশি সেখানে চলছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। দুঃস্থ অনাথ অসহায় শিশুরা পড়ছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। বুড়াগঞ্জের গায়েই এই স্কুলের অবস্থান। এইসব শিশুর পড়াশোনা সহ অন্য অনেক খরচের দায়িত্ব নিচ্ছেন অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আপনিও কোনো অসহায় শিশুকে কোনোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ৯৯৩৩১৭৬৬৫৬। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত ওই স্কুল। কেও সেখানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তা আয়করের ৮০ জি ধারা অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

আমাদের তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনাতেই চলছে তরাই কোচিং সেন্টার। গ্রামের নতুন নতুন প্রতিভাকে খেলার জগতে টেনে আনতে চলছে তরাই কোচিং সেন্টার। প্রশিক্ষক লোকনাথ বিশ্বাস সেখানে প্রশিক্ষন দিচ্ছে। পয়লা বৈশাখের দিন সেখানে বার পুজো হবে। মহিলাদের ফুটবল সেখানে এবার থেকে শুরু হবে।

নতুন বছরে চাই সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

নববর্ষে রসগোল্লা আর বাংলা ক্যালেন্ডার

সুজিত ঘোষ

(বাপি, সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। এবারও আমি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ঘুগনি মোড়ে অবস্থিত ঘোষ এন্টারপ্রাইজে হালখাতা করবো। এরজন্য আলাদাভাবে অনেক হালখাতা কার্ড ছাপানো হয়েছে। সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যেসব আমন্ত্রিত আসবেন তাদের সকলের মধ্যে বাংলা ক্যালেন্ডার বিতরন করবো। তার পাশাপাশি সকলকে রসগোল্লা খাওয়াবো। সেই সঙ্গে সকল ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছে আবেদন রাখবো, আপনারা বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করুন। বাংলা বঙ্গাব্দ, বাংলা মাস, বাংলা তারিখ আজকের ছেলেমেয়েরা সব ভুলে যাচ্ছে। এই নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে যাওয়ার অপচেষ্টা রুখতে হবে সকলে মিলে। সেই সঙ্গে জানাতে চাই, আমাদের হায়দরপাড়া বাজার এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে দিনের পর দিন। নববর্ষ এর ঠিক আগে হরিপাল মোড়ের কাছে একটি টয়লেটের উদ্বোধন হয়। হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সেই টয়লেট তৈরি হয়। আবার বাজারে নির্মিত হতে চলেছে শাটার। সব্জি ও মাছ চুরি ঠেকাতে শাটার তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, নতুন বাংলা বছর সকলের ভালো হোক এই থাকলো প্রার্থনা।

শিলিগুড়িতে চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন অধ্যায় শুরু করার প্রয়াস, বিশ্ব বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রতিদিনই চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে রোগী সাধারণ ছুটছেন দক্ষিন ভারতে। শুধু চিকিৎসা নয়, কর্মসংস্থানের জন্যও ছেলেমেয়েরা উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিন ভারতে দৌড়চ্ছেন। এর জেরে পশ্চিমবঙ্গের বহু মেধা যেমন বাইরে চলে যাচ্ছে তেমনই অর্থনৈতিক দিকও চলে আসছে। চিকিৎসার জন্য এখানকার মানুষ যত টাকা দক্ষিন ভারতে গিয়ে খরচ করছেন সেই টাকা যদি শিলিগুড়ি বা পশ্চিমবঙ্গেই খরচ করতেন রোগী সাধারণ তবে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতো। এই ভাবনা থেকে শিলিগুড়িতে দক্ষিন ভারতের মতো চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরির প্রয়াস শুরু করেছে কামতি হেলথ কেয়ার এন্ড ডায়াগনস্টিক। দক্ষিন ভারতের মতো পরিকাঠামো সম্পন্ন হাসপাতাল তৈরির জন্য শিলিগুড়ির আশপাশে জমিও কিনে নিয়েছে কামতি হেলথ কেয়ার। তবে সেই পরিকাঠামো শুরুর আগে শিলিগুড়িতে দক্ষিন ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ সব চিকিৎসক নিয়ে এসে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তার বাইরে রোগ নির্নয়ের জন্য অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে কামতি হেলথ কেয়ারে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই বহু ল্যাবরেটরি কাছে। ফলে রোগই ধরে দিতে পারছে না ল্যাবরেটরিগুলো। এর জেরে চিকিৎসকরাও রোগ নির্ণয় না করতে পেরে অন্ধকারে হাতড়ে চলেছেন। ফলে চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকছে। সেই দিকে তাকিয়ে শুরু থেকেই কামতি হেলথ কেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট বা লেটেস্ট প্রযুক্তির সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন এবং তাতে রোগ দ্রুত নির্ণয় হচ্ছে। সেই সঙ্গে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করছেন। গত ডিসেম্বরে শিলিগুড়ি সেবক রোডে ভেগা সার্কল মলের বিপরীতে বিশাল মেগা মার্টের ওপরতলায় শুরু হয়েছে এই কামতি হেলথ কেয়ার। এখন পর্যন্ত দক্ষিন ভারত থেকে বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেখানে এসেছেন এবং বহু কঠিন ব্যাধি নিয়ে ভুগতে থাকা মানুষজনকে সহজেই নিরাময় করেছেন। এভাবেই বিশ্ব বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ হার্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রিয়ঙ্কর সিনহা শনিবার শিলিগুড়িতে রোগী দেখেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সিকিম, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, বিহার, অসম থেকে বহু রোগী তাঁর কাছে শনিবার উপস্থিত হন। আবার ১২ এপ্রিল আসেন হায়দরবাবাদের বিশ্ব বিখ্যাত গাসট্রো এবং লিভার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অঙ্কিত বিজয় আগরওয়ালা। হু হু করে রোগী সাধারণ ওই সব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর জন্য নাম লেখাচ্ছেন । নাম লেখানোর জন্য ফোন নম্বর ৯১৩৪৩৪৩৪০৪। কামতি হেলথ কেয়ার এন্ড ডায়াগনস্টিকসের সি ই ও ডঃ মনীশ কামতি জানিয়েছেন অন্যরকম চিন্তাভাবনার কথা। কামতি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর হলেন ডঃ মনীশ কামতি। শিলিগুড়ি এস আই টি থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন তিনি। তারপর এডুকেশনের ওপর গবেষনা করে ডক্টরেট করেন। চিকিৎসা পরিষেবায় সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে তাঁর এই প্রয়াসের তারিফ করছেন অনেকেই। এর বাইরে চিকিৎসা বিষয়ক স্বাস্থ্য কর্মী যাকে বলে প্যারা মেডিকেল কর্মী তৈরিতেও এক অদ্বিতীয় নজির তৈরি করছে কামতি এডুকেশন ফাউন্ডেশন। বহু ছেলেমেয়ে সেখানে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হচ্ছেন চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে। গরিব এবং মেধাবীরাও সেখানে সুবিধা পাচ্ছেন বলে ডঃ মনীশ কামতি জানান।

বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ

সজল কুমার গুহ

(সহ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, নয়া দিল্লি তথা সম্পাদক, শিলিগুড়ি শাখা)

প্রথমেই সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলা বঙ্গাব্দের এই শুভ সময়ে আমি সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমনের কথা উল্লেখ করছে। ২৫তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের ঢাকায় শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আট শহিদের বলিদানের স্মৃতি মনে হচ্ছিল বারবার আমাদের মনে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আট দিনের বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন (সম্পাদক সজল কুমার গুহ,সহ সম্পাদক অনিল সাহা ও জাতীয় শিক্ষক তথা সদস্য প্রহ্লাদ বিশ্বাস) আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির তরফে। ভাষা দিবসের স্মরনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুদুটি বই মেলা ও তার আঙ্গিক দেশবিদেশের বই প্রেমীদের মন কেড়ে নেয়। এছাড়া সারা ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী প্রতিটি দিন ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে বিদগ্ধজনের আলোচনা মন কেড়ে নেয় সাহিত্যানুরাগীদের।

ভারত থেকে গিয়েছি জানার পর ওরা কাছে ডেকে আপন করে নিয়ে গল্প জুড়ে দেয়। চলে চা চক্র, বই দেওয়ানেওয়া ইত্যাদি। মনে হয় যেন বহু জন্মের পরিচয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার পাঁচ বছর পর আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বহু পথ চলতি মানুষের সামনে। এরপর সিটি কলেজের একটি তলে একুশ নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হন আমাদের সঙ্গে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে। সেখানে ছিল পেট ভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। ব্যস্ততার মাঝেও সমিতির বাংলাদেশ শাখা গঠিত হয় ১৬ জন সদস্য(আজীবন) নিয়ে। ঢাকা শহরে সম্পাদিকা নিগার সুলতানা দিদির গৃহে সভাপতি হন বীর মুক্তিযোদ্ধা খয়রুজ্জমান হীরা মহাশয়। সেখানেও খাওয়াদাওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিলো। আগামী দিনে বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে দুই দেশ ভারত ও বাংলাদেশ আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ নেওয়া হয়।

নড়াইলে একুশের পবিত্র দিনে দুই বাংলার আরও অনেক সাহিত্য ভাষাপ্রেমীদের সাথে আমাদের তিনজনকে সম্মানিত করা হয় ওখানকার একটি সাহিত্য সংগঠনের তরফে। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক তথা বিপ্লবী মাস্টারদা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহর চট্টগ্রামে গিয়ে আমরা আবেগ মথিত হয়ে পড়ি তাদের ও আরও অনেক শহিদের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে। রক্তে রাঙা চট্টগ্রাম বিপ্লবের স্মৃতি আমাদের মানসপটে উদয় হলো। এসবের কৃতিত্বের দাবিদার আর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ হায়দর আলি চৌধুরী যিনি শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখিয়ে থেমে থাকেননি, বিকেলে চট্টগ্রাম শহরের বুকে একটি বহু তলে বেশ কিছু মানুষকে একত্রিত করে মাস্টারদা ও অন্য শহিদদের নিয়ে একটি সভা করে আমাদের বক্তা হিসেবে রেখে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করেন। এর আগে নিজ বাড়িতে আপ্যায়ন করে খাইয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ঘুরে দেখান নিজের গাড়িতে। বাংলাদেশের এমন আতিথেয়তা এর আগেও পেয়েছি ২০১৭ সালে, এবারে আরও বেশি পেলাম। সত্যিই কাঁটাতারের বেড়া আমাদের আবেগ অনুভূতি ভালোবাসা রুখতে পারেনি।

সুদীর্ঘ হোক ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী। এছাড়াও আমরা আরও আরও মানুষের ভালোবাসা সম্মান ইত্যাদি পেয়েছি যা স্মৃতির মনিকোঠায় থাকবে জীবনের বাকি দিনগুলোতে।

শিক্ষককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার অধীন বালাবাড়ি আক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো খবরের ঘন্টার তরফে। শিক্ষক হিসাবে তিনি বহু দিন ধরে সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। প্রসেনজিৎবাবুর বাড়ি ফুলবাড়িতে। তিনি ওই স্কুলের অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের এগিয়ে দিতে সবসময় পরিশ্রম করে চলেছেন। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। সঠিক শিক্ষা পেয়ে অনেকেই আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের মেধাকে এগিয়ে দিতে প্রসেনজিৎবাবুর ভূমিকাকে বারবার তারিফ করে খবরের ঘন্টা। প্রসেনজিৎবাবুর দাদা পুস্পজিৎ সরকারও একজন স্কুল শিক্ষক। তাছাড়া শিলিগুড়ি মহকুমার তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ এলাকাতে তরাই বি এড কলেজ. তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট, তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মাধ্যমে ওই গ্রাম এলাকায় এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করছেন পুস্পজিৎবাবুরা। খবরের ঘন্টা পুস্পজিৎবাবুর অসামান্য কাজকেও তারিফ করে।